রাঁচি, শুক্রবার
15:09:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>329 >>28 Vadra 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩২৯ >> << ২৮শে, ভাদ্র ১৪৩০>>

হ্যানয়ের অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে অগ্নিকান্ড ঃ৫৬ জনের মৃত্যু, আহত কয়েক ডজন

হ্যানয় ঃ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ের থান জুয়ান জেলার একটি নয়তলা অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে আগুন লেগে, অন্তত ৫৬ জন বাসিন্দা নিহত এবং ৩৭ জন আহত হয়েছে। হতাহতদের মধ্যে বেশ কয়েকটি শিশুও ছিল বলে বুধবার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। মধ্যরাতের কিছুক্ষণ আগে ওই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয় এবং স্থানীয় সময় দুপুর ২টা পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। টেলিভিশন ফুটেজে অগ্নিনির্বাপক কর্মীদের সিঁড়ি বেয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলতে দেখা গেছে। রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, অগ্নি নির্বাপক ট্রাকগুলিকে অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স থেকে প্রায় ৪০০ মিটার দূরে পার্ক করতে হয়েছিল, ফলে আগুন নেভানোর প্রচেষ্টা কিছুটা বিলম্বিত হয়। ভোরবেলা, টাওয়ারের উপরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘুরপাক খেতে থাকে। কয়েক ঘন্টা আগেই ভাড়াটেদের জানালা দিয়ে নীচে লাফ দিতে দেখা যায়। হ্যানয় মেডিকেল ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের ভু হোয়াং ফুওং বলেছেন, আহতদের কাছাকাছি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা চলছে এবং সেখানে মৃতদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সটিতে প্রায় ১৫০ জন লোক বাস করত।

বাজার দর

SENSEX : 67519.00 +52.01
NIFTY : 20103.10 +33.10

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
27.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .52 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .35 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

ইরানে দমনপীড়নের বিচারে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ দাবি

জেনেভা ঃ কুর্দি নারী মাহসা আমিনির মৃত্যুর পর সরকারবিরোধী প্রতিবাদ কর্মসূচি দমনের ক্ষেত্রে ইরান আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেছে বলে অভিযোগ করেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।

কুর্দি নারী মাহসা আমিনির মৃত্যুর পর সরকারবিরোধী প্রতিবাদ কর্মসূচি দমনের ক্ষেত্রে ইরান আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেছে বলে অভিযোগ করেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।

গত কয়েক দশকের 'নিপীড়ন এবং অসমতার বিরুদ্ধে' দাঁড়ানো প্রতিবাদকারীদের উপর ইরানি কর্তৃপক্ষ 'অকথ্য নৃশংসতা' চালিয়েছে বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের জুলিয়া ডুকরো।

চুল হিজাবে ঠিকভাবে না ঢাকায় মাহসাকে গতবছরের ১৩ সেপ্টেম্বর আটক করেছিল ইরানের নীতি পুলিশ। ১৬ সেপ্টেম্বর তার মৃত্যুর ঘোষণা আসে। তার আগে আমিনি হাসপাতালে কোমায় ছিলেন। মাহসার এই অস্বাভাবিক মৃত্যু গোটা ইরানে প্রতিবাদের সূচনা করে।

অ্যামেনিস্টে সেই ঘটনার বিচারে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। বাস্তবে, এটা জার্মানির মতো দেশগুলোর প্রতি আহ্বান, যেখানে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের সুযোগ রয়েছে এমনকি যদি ঘটনাটি জার্মানি বা যে দেশে বিচার হচ্ছে সেখানকার না'ও হয়, তারপরও।

ডুকরো বলেন, ''গত বছর জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদে ইরান ইস্যুতে তদন্ত কমিশন গঠনে ভূমিকা রেখেছিল জার্মান সরকার। (মাহসা) আমিনির মৃত্যুর এক বছর পর আমরা ইরানে মানবাধিকারের প্রতি জার্মান সরকারের সম্মান প্রদর্শনের পরিষ্কার প্রতিশ্রুতি চাই।''

ইরানি কর্তৃপক্ষ মাহসা আমিনির মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় দেশজুড়ে সৃষ্ট প্রতিবাদ কর্মসূচি নির্মমভাবে দমনের চেষ্টা করে। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর হিসেবে, সরকারি দমনপীড়নে অন্তত ৫০০ প্রতিবাদকারী নিহত হয়েছেন এবং বেশ কয়েকহাজার আহত হয়েছেন। এছাড়া ইরান সাত প্রতিবাদকারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে।

এদিকে, এক নিরব প্রতিবাদের অংশ হিসেবে বুধবার অনেক ইরানি নারী ইসলামিক ড্রেস কোড অনুসরণ করেননি।

অতিরিক্ত রেডিয়েশনের কারণে আইফোন ১২ বাজার থেকে তুলে নেয়ার নির্দেশ দিল ফরাসি এজেন্সি

লস অ্যাঞ্জেলস ঃ ফ্রান্সের একটি সরকারি নজরদারি সংস্থা অ্যাপলকে ফ্রান্সের বাজার থেকে আইফোন ১২ প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়েছে। তারা বলেছে, এটি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন খুব বেশি মাত্রায় নির্গত করে। ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি এজেন্সি, যা জনসাধারণের মধ্যে রেডিও ইলেক্ট্রিক ফ্রিকোয়েন্সিগুলোর পাশাপাশি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের তত্ত্বাবধান করে, তারা মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে অ্যাপলকে ইতোমধ্যেই ব্যবহৃত ফোনগুলোর জন্য এই ত্রুটিটি দ্রুত সারাতে সমস্ত উপায় প্রয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছে। এএনএফআর সংস্থাটি বলেছে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গের জন্য এটি সম্প্রতি আইফোন ১২-সহ ১৪১টি সেলফোন পরীক্ষা করেছে। এটি বলেছে, তারা হাতে বা পটেকে রাখা একটি ফোন পরীক্ষা করে প্রতি কিলোগ্রামে ৫ পয়েন্ট ৭৪ ওয়াট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক শক্তি শোষণের মাত্রা পেয়েছে, যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতি কিলোগ্রাম ৪ ওয়াট মানের চেয়ে বেশি। অ্যাপল বলেছে, ২০২০ সালের শেষের দিকে রিলিজ হওয়া আইফোন ১২ একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্বারা প্রত্যয়িত হয়েছে এবং বিকিরণের জন্য বিশ্বজুড়ে প্রযোজ্য সমস্ত বিধান এবং মান মেনে চলে। যেহেতু অনেক টিউমার বিকশিত হতে কয়েক বছর সময় নেয়, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সেলফোনের দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যঝুঁকি নেই বলে উপসংহারে আসা কঠিন। বিশেষজ্ঞরা তাদের সেলফোন বিকিরণ এক্সপোজার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ব্যক্তিদের ইয়ারফোন ব্যবহার করার বা টেক্সট করার পরামর্শ দিয়েছেন।

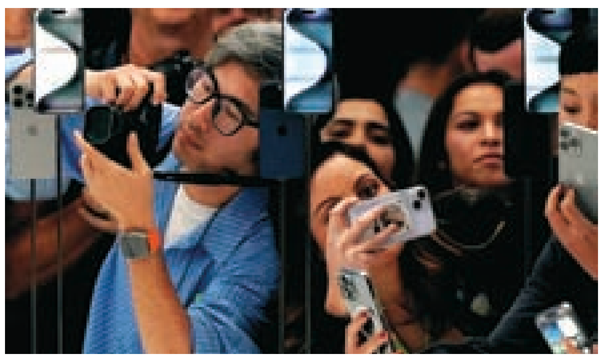

তালিবান আফগানিস্তানে আইএসের ৮ গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে হত্যা করেছেঃ যুক্তরাষ্ট্রের দূত

কাবুল ঃ আফগানিস্তানে ইসলামিক স্টেটের (আইএস) শাখা খোরাসানের বিরুদ্ধে তালিবানের সফল হামলায় সংগঠনটির সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে এবং বেসামরিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বড় হামলার সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে কমে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের এক সিনিয়র প্রতিনিধি এই তথ্য জানান। আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ প্রতিনিধি টম ওয়েস্ট ওয়াশিংটনের স্টিমসন সেন্টার থিংক ট্যাংক আয়োজিত এক সম্মেলনে মঙ্গলবার তার এই বিশ্লেষণটি জানান।

ওয়েস্ট বলেন, তারা (তালিবান) খুবই আক্রমণাত্মক ও সহিংস হামলা চালাচ্ছে, যার ফলে আইএসকেপির সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে। আমার মতে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ২০২৩-এর শুরু থেকে আফগানিস্তানে তালিবান অভিযানের ফলে অন্তত ৮ জন আইএসকেপি নেতা নিহত হয়েছেন, যাদের কেউ কেউ বাহ্যিক (হামলা) পরিকল্পনার নেপথ্যে ছিলেন। ওয়েস্ট বলেন, এই সন্ত্রাসবিরোধী উদ্যোগের ফলে আফগান বেসামরিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে হামলার সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে কমেছে।

এর আগে মূলত হাজারা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভয়াবহ হামলা হচ্ছিল, কিন্তু আমরা তারপর থেকে এ ধরনের পরিস্থিতি ফিরে আসতে দেখিনি।

মঙ্গলবারের সম্মেলনে ওয়েস্ট আরও মন্তব্য করেন, আল কায়েদা আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে তাদের ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে আছে।

সংগঠনটি ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তান থেকে সুদানে স্থানান্তর হওয়ার পর সম্ভবত আফগানিস্তান ও পাকিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা এখন সর্বনিম্ন পর্যায়ে।

যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্র রাষ্ট্রগুলো ২০২১ সালের আগস্টে আফগানিস্তান থেকে সব সেনা প্রত্যাহার করে নেয়। এর কয়েকদিন আগেই তৎকালীন তালিবান জঙ্গিরা কাবুলের যুক্তরাষ্ট্রসমর্থিত সরকারকে উৎখাত করে দেশটির ক্ষমতা দখল করে। বিদেশী সেনাদের চলে যাবার মাধ্যমে আফগান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় দুই দশকের সংশ্লিষ্টতার অবসান ঘটে।

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

তালিবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে নানান প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, বলছে যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য তালিবানের প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্তি এবং আফগান আর্থিক সম্পদের অবমুক্তির। তবে নারীদের প্রতি সরকারের নিপীড়নমূলক নীতি, চলমান নিরাপত্তা হুমকি এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার গঠনে গোষ্ঠীর ব্যর্থতার কারণে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ব্যাপারটি উল্লেখযোগ্য বাধার সম্মুখীন হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা একথা জানান। তালিবান দুই বছরের বেশি সময় ধরে পুরো আফগানিস্তানের ওপর কর্তৃত্ব করার পরেও কোনো দেশই তাদের স্বঘোষিত ইসলামিক আমিরাতকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি। আফগানিস্তানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ প্রতিনিধি টমাস ওয়েস্ট ওয়াশিংটনের নির্দলীয় একটি চিন্তক গোষ্ঠী স্টিমসন সেন্টারে মঙ্গলবার একটি অনুষ্ঠানে সময় কূটনৈতিক স্থবিরতার পেছনের কারণগুলো তুলে ধরেন। ওয়েস্ট বলেন, যুক্তরাষ্ট্র তালিবান সরকারের অস্বীকৃতির জন্য বিশ্বব্যপী ঐকমত্যের নেতৃত্ব দিচ্ছে না তবে তার কিছু শর্ত রয়েছে যা তালিবান পূরণ করেনি। ওয়েস্ট বলেন, প্রথমে তালিবানকে মৌলিকভাবে তাদের নিরাপত্তা দায়বদ্ধতা পূরণ করতে হবে, তিনি আরও বলেন, আল কায়েদা ১৯৯৬ সালে সুদান থেকে আফগানিস্তানে চলে আসার পর এখন একটি ঐতিহাসিকভাবে নিম্নতম অবস্থানে রয়েছে, তবে এখনও স্থলবেষ্টিত দেশটিতে অন্যান্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোকে নিয়ে উদ্বেগ রয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্কের জন্য দুটি অতিরিক্ত শর্ত হিসেবে তালিবানের আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারীদের অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তাও ওয়েস্ট তুলে ধরেছেন। তালিবান নারীদের ওপর তাদের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার ব্যাপক আহ্বানকে অস্বীকার করেছে, তবে বলছে তাদের অন্তর্বর্তী সরকার যথেষ্ট অন্তর্ভুক্তিমূলক।

সচেতনতা

হাডসন নদীর দূষণ নিয়ে সতর্কতা জারি করতেই

অ্যামেরিকায় হাডসন নদী সাঁতরালেন এক ব্যক্তি

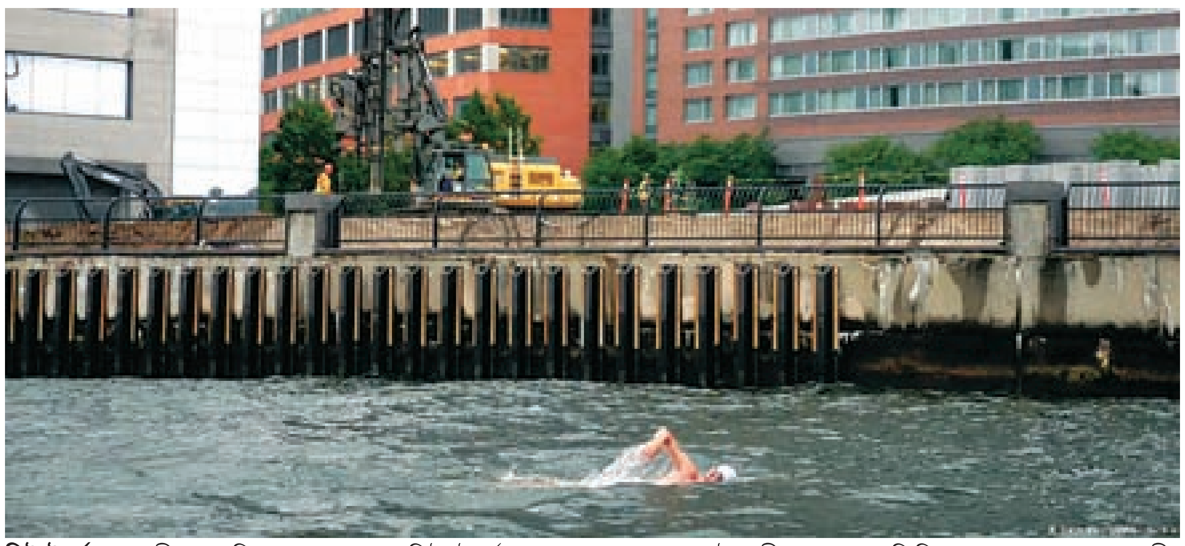

নিউ ইয়র্ক ঃ নদী দূষণ নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে পাঁচশো কিলোমিটারের হাডসন নদীতে সাঁতরালেন এক ব্যক্তি।

যুক্তরাজ্যের সাঁতারু লিউইস পাঘ এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। নিউ ইয়র্ক থেকে তিনি হাডসন নদীতে সাঁতার কাটতে শুরু করেছিলেন। বুধবার তিনি তা সমাপ্ত করেছেন। সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার সাঁতার কেটেছেন তিনি।

হাডসন নদীর দূষণ নিয়ে সতর্কতা জারি করতেই একাজ তিনি করেছেন বলে জানিয়েছেন লিউইস। সংবাদমাধ্যমকে লিউইস জানিয়েছেন, ''স্ট্যাচু অব লিবার্টি এবং তার টর্চ সকলের প্রিয়। ওই টর্চের দিকে তাকিয়ে আমার প্রথম এই পরিকল্পনা। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্ভবত একটু পরিষ্কার পাণীয় জল পান করা। আর সে কারণেই আমার এই পরিকল্পনা।''

হাডসন নদীর অবস্থা ভালো নয়। কারখানার বর্জ্য এসে মেশে এই নদীতে। নিউ ইয়র্ক থেকে শুরু হওয়া এই নদী অত্যন্ত দুষিত। এই নদী পরিষ্কার করার জন্য বহু আন্দোলন চলছে। কারখানার বর্জ্য যেভাবে এই নদীতে পরছে, তা নিয়েও দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রতিবাদ চলছে। এই পরিস্থিতিতেই যুক্তরাজ্যের সাঁতারু এই নদীতে সাঁতার কাটার পরিকল্পনা করেন। তিনি বলেছেন, হাডসন নদীর দূষণ মিটিয়ে ফেলা সম্ভব। যেভাবে প্লাস্টিক ভাসে এই নদীতে তা পরিষ্কার করা খুব কঠিন কাজ নয়। কিন্তু সরকার এবং প্রশাসনকে সচেতন হতে হবে। সেই সচেতনতা তৈরির কাজটিই করেছেন লিউইস।

উত্তর দিনাজপুরে ব্যবসায়ীর বিক্ষোভের পর সংগঠনের ক্যাশিয়ারকে ছেড়ে দিল পুলিশ

উত্তর দিনাজপুর ঃ চোপড়ার ভৈষপিটা এলাকায় ব্যবসায়ী সমিতির ক্যাশিয়ারকে বিনা দোষে পুলিশ তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ স্থানীয় ব্যবসায়ীদের। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে গত কয়েকদিন আগে চোপড়ার পিয়ারিলাল চা বাগান এলাকার ঘটনার পর থেকে পুলিশ ভৈষপিটা এলাকায় নির্দেশ সাধারণ মানুষকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এতে পুলিশের আতঙ্কে বাজারে মানুষ জন আসা বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে ব্যবসায়ীদের ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ চা বাগানে মালিক পক্ষ ও স্থানীয় আদিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সেটা ওনাদের ব্যপার। কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকেই পুলিশ ভৈষপিটা বাজার থেকে নির্দোষ সাধারণ মানুষকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। এবং আজকে ব্যবসায়ী সমিতির ক্যাশিয়ারকে তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। প্রায় কয়েক ঘন্টা বিক্ষোভ চলার পর বিক্ষোভকারীদের চাপে ব্যবসায়ী সমিতির ক্যাশিয়ার শামিম আকতার কে পুলিশ ছেড়ে দিলে তারা বিক্ষোভ তুলে নেন ব্যবসায়ীরা।

গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে সশস্ত্র দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করলো বৈষ্ণবনগর থানার অন্তর্গত কুম্ভীরা ফাঁড়ির পুলিশ

মালদাঃ গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে সশস্ত্র দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করলো বৈষ্ণবনগর থানার অন্তর্গত কুম্ভীরা ফাঁড়ির পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে কুম্ভীরা গ্রাম পঞ্চায়েতের নেওয়াগিনিনগর এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ওই দুই দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে দুটি পাইপগান ।পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম সানাউল শেখ এবং রফিকুল শেখ। এদের বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার শোভাপুর এলাকায়। এদিন গভীর রাতে ওই দুই দুস্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্রগুলি নিয়ে সন্দেহজনক অবস্থায় নেওয়াগিনিনগর এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল। সেই সময় পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুইজনকে গ্রেফতার করে।

আদর্শপল্লী এলাকায় বাড়ি বাড়ি অভিযান চালালো নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ অবৈধভাবে মদ বিক্রির অভিযোগ পেয়ে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ফারাবাড়ি আদর্শপল্লী এলাকায় বাড়ি বাড়ি অভিযান চালালো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। বুধবার দুপুরে লাঠি হাতে ওই এলাকার বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি চলে পুলিশের এই অভিযান। তবে সেখান থেকে কোনো মদ উদ্ধার হয়নি। জানা যায়, ওই এলাকার মহিলারা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানায় যে ওই এলাকায় অবৈধভাবে বাড়ি বাড়িতে মদ বিক্রি হচ্ছে ও নেশার সামগ্রীও বিক্রি হচ্ছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে চলে এই অভিযান।

নবোদয় সংঘের ৪৮ তম বর্ষে এবারের আকর্ষণ পুতুল বাড়ি

শিলিগুড়ি ঃ নবোদয় সংঘের ৪৮ তম বর্ষে এবারের আকর্ষণ পুতুল বাড়ি। বিগত সময় নানান আকর্ষণীয় পুজো মন্ডপ উপহার দিয়ে এসেছে ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধু পাড়ার নবোদয় সংঘ। এবার তাদের দুর্গা পুজো ৪৮ তম বর্ষে পদার্পণ করলো।এবারে তাদের আকর্ষণ পুতুল বাড়ি। মূলত শিশুদের মন কাড়তেই এই অভিনব পুজো মন্ডপ বানাবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে পুজো উদ্যোক্তারা।বুধবার খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে পুজো প্যান্ডেলের কাজ শুরু হল। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাথী দাস, পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শরৎ চন্দ্র, বিশ্বজিৎ দে।ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এদিন এই পুজোর সাফল্য কামনা করেন। পাশাপাশি জাতপাত, ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে পুজোর মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানান।

রাস্তার জল দেওয়ার দাবিতে রাস্তায় নেমে পথ অবরোধ গ্রামবাসীদের

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার ১ নং ব্লকের মেচবিলে পথ অবরোধে সামিল সাধারণ মানুষ।অভিযোগ রাস্তায় ধুলোর কারণে যাতায়াত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।ধুলোর জন্য অতিষ্ট সাধারণ মানুষ।রাস্তার বেহাল দশা আর এর ফলে ধুলো উড়ছে প্রতিনিয়ত, রাস্তায় জল দিচ্ছে না প্রশাসন। বুধবার আলিপুরদুয়ার ফালাকাটা জাতীয় সড়কের মেচবিল মোড়ে জল দেওয়ার দাবিতে রাস্তায় নেমে পথ অবরোধ করলো গ্রামবাসীরা। এর ফলে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়,ভোগান্তিতে পড়তে হয় সাধারণ মানুষদের।খবর পেয়ে পরবর্তীতে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ এসে অবরোধ তুলে দেয়। আঃেদালন কারীদের অভিযোগ সঠিক ভাবে রাস্তায় জল দেওয়া হয়না,কোনো সময় দিনে একবার জল দিয়েই শেষ।এর ফলে ছাত্র ছাত্রীদের যাতায়াতের অসুবিধা হয়।

বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যু

জলপাইগুড়ি ঃ এক বয়স্ক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল বুধবার সকালে। এদিন আনুমানিক সকাল আটটা নাগাদ বাড়ির পাশের এক বাশঝারে দেখতে পাওয়া যায়। জানা যায় মৃত ওই বৃদ্ধের নাম কার্তিক ধর (৬২)। তার বাড়ি ময়নাগুড়ি পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে এবং ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে জানা যায়।পরিবার সূত্রে জানা যায়, কার্তিক ধর মানসিক অবসাদগ্রস্ত ছিলেন। সেভাবে কোনো কাজ কর্ম না করলেও বাড়িতেই থাকতেন তিনি। কিন্তু বুধবার সকাল আটটা নাগাদ বাড়ির পাশের এক বাশ ঝারে তার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান তার স্ত্রী। এরপর স্থানীয়রা উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। পুলিশ জানিয়েছে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মর্গে পাঠানো হয়েছে। এদিকে কি কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে ওই বয়স্ক ব্যক্তি জানেন না পরিবারের সদস্যরা। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। এই বিষয়ে মৃত ব্যক্তির ছেলে রণজিৎ ধর বলেন, মানসিক যে অবসাদে ছিলেন। বাড়িতেই থাকতেন। সকালে আমি কাজে গিয়েছিলাম তারপরে খবর পেয়ে থানায় ছুটে আসি।

মাদক ও নিষিদ্ধ কাশির সিরাপসহ ২ গ্রেফতার

শিলিগুড়িঃ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ির বিদ্যা চক্র কলোনি এলাকাতে অভিযান চালিয়ে দুজনকে অবৈধ কাফ সিরাপ ও নেশার ইনজেকশন সহ গ্রেপ্তার করল ক্ষক্স ও ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম শম্পা মুনি ও সমীর চন্দ রায়, তারা দুজনেই বিদ্যাচক্র কলোনির বাসিন্দা। তাদের থেকে উদ্ধার হয়েছে ১৫ বোতল অবৈধ কাফ সিরাপ ও ৬৬ পিস নেশার ইনজেকশন। বুধবার দুপুরে চলে এই অভিযান।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি ছত্তিশগড়ে ৬,৩৫০ কোটি টাকার রেল প্রকল্প দেশকে উৎসর্গ করলেন

মালিগাঁও (সব্যসাচী দে) ঃ আজ ছত্তিশগড়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি প্রায় ৬,৩৫০ কোটি টাকা মূল্যের দেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে প্রকল্প দেশের প্রতি উৎসর্গ করেন। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ছত্তিশগড় ইস্ট রেল প্রোজেক্ট ফেজ ১, চম্পা ও জামগার মধ্যে ৩য় রেল লাইন, পেন্দ্রা রোড থেকে অনুপপুর পর্যন্ত ৩য় রেল লাইন এবং তালাইপাল্লি কোল মাইন থেকে এনটিপিসি লারা সুপার থার্মাল পাওয়ার স্টেশন (এসটিপিএস) পর্যন্ত সংযোগকারী এমজিআর (মেরি গো রাউন্ড) সিস্টেম। সমাবেশে উপস্থিত মানুষের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে আজ ছত্তিশগড়ের রেল নেটওয়ার্কের উন্নয়নে এক নতুন অধ্যায় লেখা হচ্ছে। এই রেল নেটওয়ার্কটি বিলাসপুর মুম্বাই রেল লাইনের ঝারসুগুড়া বিলাসপুর সেকশনের যানজট হ্রাস করবে। একইভাবে, যে সমস্ত রেলওয়ে লাইন চালু হয়েছে এবং যে রেল করিডোরটি নির্মাণ করা হয়েছে তা ছত্তিশগড়ের ঔদ্যোগিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা প্রদান করবে। যখন এই রুটের কাজ সম্পূর্ণ হবে তখন এটি ছত্তিশগড়ের মানুষকে সুবিধা প্রদান করার পাশাপাশি এখানে নতুন কর্মসংস্থান ও উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। ছত্তিশগড় ইস্ট রেল প্রোজেক্ট ফেজ ১ প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যানের অধীনে তৈরি করা হচ্ছে, যা বহুমাত্রিক রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। এর মধ্যে রয়েছে গারে পেলমা পর্যন্ত একটি স্পার লাইন সহ খারসিয়া থেকে ধর্মজয়গড় পর্যন্ত ১২৪.৮ কিলোমিটার রেল লাইন এবং ছল, বারওউদ, দুর্গাপুর ও অন্যান্য কয়লা খনি সংযোগী ৩ টি ফিডার লাইন। ৩,০৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই রেলপথটি যাত্রীদের জন্য সমস্ত আধুনিক সুযোগ সুবিধা সহ বৈদ্যুতিক ব্রড গজ লেভেল ক্রসিং ও ফ্রি পার্ট ডাবল লাইন দিয়ে সজ্জিত। সেইসঙ্গে এটি ছত্তিশগড়ের রায়গড়ে অবস্থিত মান্ড রায়গড় কোলফিল্ড থেকে কয়লা পরিবহণের জন্য রেল সংযোগও প্রদান করবে। পেন্দ্রা রোড থেকে অনুপপুর পর্যন্ত তৃতীয় রেল লাইনটি ৫০ কিলোমিটার লম্বা এবং নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৫১৬ কোটি টাকা। প্রায় ৭৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত চম্পা ও জামগা রেল সেকশনের মধ্যে তৃতীয় লাইনটি ৯৮ কিলোমিটার লম্বা। নতুন এই রেলপথগুলি সংশ্লিষ্ট এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করবে এবং পর্যটন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে। ৬৫ কিলোমিটার লম্বা বৈদ্যুতিক এমজিআর (মেরি গো রাউন্ড) সিস্টেমটি কম খরচে এনটিপিসি র তালাইপাল্লি কয়লা খনি থেকে উন্নত মানের কয়লা ছত্তিশগড়ের এনটিপিসি র ১৬০০ মেগাওয়াটের লারা সুপার থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হবে। এর ফলে, এনটিপিসি লারা কেন্দ্রে কম খরচে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে, যা দেশের বিদ্যুৎ নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করবে। এমজিআর সিস্টেমটি ২০৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে, যা কয়লা খনি থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে কয়লা পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একটি প্রযুক্তিগত চমৎকার। এই রেল প্রকল্পগুলি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে যাত্রী চলাচলের পাশাপাশি পণ্য পরিবহণের সুব্যবস্থার মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গতি নিয়ে আসবে।

মাছ ধরার সময় মাঝিদের জালে ধরা পড়লো আস্ত একটি ঘড়িয়ালের বাচ্চা

মালদা ঃ মাছ ধরার সময় মাঝিদের জালে ধরা পড়লো আস্ত একটি ঘড়িয়ালের বাচ্চা। বুধবার সকালে এই ঘটনাটি ঘিরে তুমুল শোরগোল পড়ে যায় মানিকচক ব্লকের মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উৎসবটোলা এলাকায় । এরপর মাঝিরা ওই ঘড়িয়ালের বাচ্চাকে গঙ্গা নদী থেকে নিজেদের উৎসবটোলা গ্রামে নিয়ে আসে । খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরের। পরে অবশ্য বনদপ্তরের কর্মীরা এসে ঘড়িয়ালটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। উৎসবটোলা এলাকার মাঝি তুফান চৌধুরী জানিয়েছেন, এদিন ভোরে তিনি মথুরাপুরের গঙ্গা নদীতে নৌকায় করে জাল ফেলে মাছ ধরছিলেন। সেই সময় তার জালেই একটি বাচ্চা ঘড়িয়াল আটকে পড়ে। তাতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায় । কোনরকমে জালে পেঁচানো ওই ঘড়িয়ালটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় গ্রামে। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ধরনের ঘড়িয়াল বর্ষার মরশুমে মাঝেমধ্যেই মালদার ফুলাহার এবং গঙ্গা নদীতে দেখা যায়। অনেক সময় ঘড়িয়ালের দল প্রজনন ঘটাতে এবং খাবারের খোঁজে এইসব এলাকায় নদীতে চলে আসে। আপাতত ওই ঘড়িয়ালটিকে উদ্ধারের পর তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পুনরায় নদীতে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

রেলের চাকরি দেওয়ার নামে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা প্রতারণা, টাকা ফেরত না পেয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী এক যুবক

মালদা ঃ রেলের চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, টাকা ফেরত না পেয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী এক যুবক। উদ্ধার সুইসাইড নোট। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে, মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার রথবাড়ি চাটাই পট্টি এলাকায়। বুধবার সকালে নিজের শোবার ঘর থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম বিশাল চৌধুরী (২৭)। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। মৃতর এক আত্মীয়র কাছ থেকে জানা গিয়েছে, সুইসাইড নোটে লেখা রয়েছে দুই ব্যক্তিকে নগদ সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা বিশাল দিয়েছিল রেলের চাকরির জন্য। বারবার সেই টাকা ফেরত চেয়েও না পেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে সে। আত্মীয়রা জানিয়েছে, মালদা শহরের অরবিন্দ পার্ক এলাকার দুইজনের হাতে দেওয়া হয়েছিল টাকা। চাকরি না হওয়ায় টাকা ফেরত চেয়েছিল বিশাল। টাকার অংক সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা। আত্মীয়রা আরও জানিয়েছেন ছোটবেলাতেই বিশালের বাবা মা মারা গিয়েছেন। রথবাড়ি চাটায় পট্টি এলাকাতে রয়েছে তার মামার বাড়ি, সেখানেই মানুষ হয়েছিলেন বিশাল। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর চাকরির খোঁজ করতে গিয়ে প্রতারণার ফাঁদে পড়েন বিশাল। বাড়িতে বিকি চৌধুরী নামে তার এক দাদা রয়েছে। রেলের চাকুরি প্রতারণার ফাঁদে পড়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী যুবক।এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে রথ বাড়ি চাটাইপট্টি এলাকায়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

শিলিগুড়িতে গ্রেফতার ৫ জনের ডাকাত দল, আদালতে পেশ করা হল

শিলিগুড়িঃ ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে শিলিগুড়ির উত্তর ভারত নগর এলাকা থেকে পাঁচজনকে গ্রেফতার করলেও শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। জানা যায় গতকাল গভীর রাতে পুলিশের কাছে গোপন সূত্র মারফত খবর আসে যে বেশ কয়েকজন উত্তর ভারতনগরের রেল লাইন সংলগ্ন এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছে। সেই সময় ওই এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। তবে পুলিশের গাড়ি দেখে কয়েকজন ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ও পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের থেকে ডাকাতির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম রঞ্জন সাহানি, অসীম বিশ্বাস, কৃষ্ণ সাহানি, জয়ন্ত মহন্ত, তাপস মহন্ত। তাদের বুধবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও প্রাক্তন বয়স্ক ছাত্র ছাত্রীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে নজর কাড়ল কালিয়াচক ৩ ব্লকের আকন্দবাড়িয়া এস,সি হাইস্কুল

মালদা ঃ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও প্রাক্তন বয়স্ক ছাত্র ছাত্রীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে নজর কাড়ল কালিয়াচক ৩ ব্লকের আকন্দবাড়িয়া এস,সি হাইস্কুল। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে এই স্কুলে দুই দিনব্যাপী বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সম্বর্ধনা জ্ঞাপন কর্মসূচি । বুধবার এই হাইস্কুল প্রাঙ্গনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক লক্ষণ চন্দ্র চৌধুরী, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক চন্দনা সরকার। এছাড়া ও ছিলেন গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির ওসি চন্দন কুমার সিংহ,জেলা পরিষদের সদস্য প্রতিভা সিংহ, স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আতিউর রহমান প্রমূখ। স্কুলের ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকারা কবিতা আবৃতি, নাচ, গান পরিবেশন করে দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। এদিন ৫০ জন বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাক্তন শিক্ষক শিক্ষিকা দের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সঙ্গে স্কুলের নিট উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানান হয়। আকন্দবাড়িয়া এস সি হাইস্কুলের বিশিষ্ট শিক্ষক মোস্তাক আলি তাঁর কর্মজীবন শেষ করে অবসর নিয়েছেন। এদিন মোস্তাক আলিকেও বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হয়। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আতিউর রহমান বলেন, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন কে সম্মান জানিয়ে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়েছে।সেই সঙ্গে ৫০জন বয়স্ক প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী,প্রাক্তন শিক্ষক ও কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের কে সম্বর্ধনা ও বেশ কিছু সাংবাদিকদের সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে।

জন্মাষ্টমীর দিন দুপুরে বন্ধুদের সাথে স্নান করতে গিয়ে টাঙ্গন নদীতে তলিয়ে মৃত্যু হল দুই ছাত্রের

মালদা ঃ জন্মাষ্টমীর দিন দুপুরে বন্ধুদের সাথে স্নান করতে গিয়ে টাঙ্গন নদীতে তলিয়ে মৃত্যু হল দুই ছাত্রের। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুর থানার বুলবুলচন্ডী এলাকায়। মৃত দুই ছাত্রের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো ব্যবস্থা করে হবিবপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই ছাত্রের নাম ক্রিস সাহা (১৭) এবং সন্দীপ গুপ্ত (১৬)। মৃত দুই ছাত্র বুলবুলচন্ডী জিএসভি হাই স্কুলের দশম শ্রেণীতে পাঠরত ছিল। দুজনেরই বাড়ি বুলবুলচন্ডী এলাকায়। এদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ বেশ কয়েক জন যুবক নদীতে স্নান করতে যায়। হঠাৎ নদীর ঘাট থেকে বেশ কিছুটা নদীর গভীর জলের মধ্যে চলে যায় তিনজন ।নদীর ঘাটে স্নান করতে আসা মানুষেরা হঠাৎ দেখতে পাই এক যুবক ওপর দিকে হাত করে লাফাচ্ছে। কিছু বুঝতে না পেরে ঘাটে থাকা এক মহিলা নিজের শাড়ী খুলে চালিয়ে দেয় ওই যুবকের দিকে। একজনকে প্রাণে বাঁচায়। কিন্তু দুই বন্ধু টাঙন নদীর গভীরে তলিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে জানিয়েছে, এদিন বেশ কয়েকজন বন্ধু নদীতে স্নান করতে আছে তাদের মধ্যে দুজন জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। দুই যুবক বুলবুলচন্ডী টাঙন নদীতে স্নান করতে যায় সেই সময় সাঁতার কাটতে না পেরে তলিয়ে যায় গভীর জলে। সেই সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় ওই দুই যুবক উদ্ধার করে বুলবুলচন্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত্য বলে ঘোষণা করেন।

শিলিগুড়ির একটি আবাসনে অভিযান চালিয়ে ৩০০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ১০০ প্যাকেট নিষিদ্ধ ওষুধ সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি চার নম্বর ওয়ার্ড এর অন্তর্গত একটি আবাসনে অভিযান চালিয়ে ৩০০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ১০০ প্যাকেট নিষিদ্ধ ওষুধ সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের খালপাড়া ফারির পুলিশ এবং এস ও জি। জানা যায় বুধবার দুপুরে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকে এই সামগ্রী গুলোর উদ্ধার করা হয় সাথেই দের লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনায় সুজিত গুপ্তা ও আশীষ সাহা নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা যায় এই আবাসনে নিচ তলা ভাড়া নিয়ে ওষুধের ব্যবসার আড়ালে এই অবৈধ কারবার চালানো হচ্ছিল। এই ঘটনায় আরো কারা জড়িত রয়েছে তার খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

আচমকা বদল আবহাওয়ার মুড,দশ দিন পর বৃষ্টির জলে ভিজলো জলপাইগুড়ির মাটি

জলপাইগুড়িঃ গত কয়েক দিন ধরেই জেলা জুড়ে ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল অবস্থা মানুষের। বুধবার সকাল থেকেই ফসফাঁস অবস্থা সাধারণ মানুষের গরমে একেবারে নার্জেয়াল হয়ে পড়েন অনেকে। বেলা শেষে অবশেষে স্বস্তির বৃষ্টি ডুয়ার্স জুড়ে , সঙ্গে বইছে দমকা হওয়া ।আচমকা বদল আবহাওয়ার মুড,দশ দিন পর বৃষ্টির জলে ভিজলো জলপাইগুড়ির মাটি, গত দশ দিন ধরে চলা তীব্র দাবদাহের পর বুধবার সন্ধ্যায় আচমকাই পাল্টে যায় জলপাইগুড়ির আকাশ, ঝড়ো হাওয়া বয়ে আনে কালো মেঘে, শুরু হয় বহু প্রতীক্ষিত বৃষ্টি।দীর্ঘ সময় পর বৃষ্টির জলে ভিজে মাটিরগন্ধ ছড়ায় শহর জুড়ে।অসস্তিকর গরমের পর সামান্য হলেও হাফ ছেড়ে বাঁচেন আম জনতা।টিউশনি পড়তে যাওয়া নীলাদ্রি গোস্বামী জানায়, গরমের পর বৃষ্টি ভালোই লাগছে পড়তে যাবো তাই রেইন কোট পরে নিলাম।

কামাখ্যা মন্দিরে আদলে তৈরি হচ্ছে জলপাইগুড়ি নবারুণ সংঘের কালীপুজোর মণ্ডপ

জলপাইগুড়িঃ বুজ খলিফা , কেদারনাথের পর এবার কামাখ্যা মন্দিরে আদলে তৈরি হচ্ছে জলপাইগুড়ি নবারুণ সংঘের কালীপুজোর মণ্ডপ। জন্মাষ্টমীর শুভ লগ্নে খুঁটি পুজো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পুজো কমিটির মণ্ডপ তৈরীর কাজ শুরু হয়। এদিন খুঁটি পুজো অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট সমাজ সেবি কৃষ্ণ দাস, নিতাই কর শহ অন্যরা। এদিন পুজোর বিষয়ে পুজো কমিটির সম্পাদক রাজেশ মন্ডল জানান আমাদের আজ কালি পুজোর খুঁটি পুজো করা হল গত বার আমরা কেদারনাথ করে ছিলাম যা সকলের মন জয় করেছিল এবার আমাদের থিম কামাখ্যা মন্দির। এবার আমরা ৬৫ তম বর্ষ এ পদার্পণ করছে । এবছর আমাদের বাজেট প্রায় ৪০ লক্ষ্য টাকা আশা করছি এবারও আমাদের পুজো সকল শহর বাঁশির মন জয় করে নিবে।

নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে রাস্তা নির্মাণের কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা

কোচবিহার ঃ পথশ্রী প্রকল্পের পাকা রাস্তা তৈরির ২৪ ঘন্টার মধ্যে রাস্তায় হাত দিতেই উঠে যাচ্ছে পিচের প্রলেপ। নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে রাস্তা নির্মাণের কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। বুধবার তুফানগঞ্জ২ নং ব্লকের বারকোদালি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯৫০ নম্বর বুথের ভান্ডিজেলাস এলাকার ঘটনা। স্থানীয়দের অভিযোগ রাস্তা তৈরিতে পিচের পরিমাণ কমিয়ে বালি ব্যবহার করা হয়েছে। ঠিকমতো রোলার চালানো হয়নি। রাস্তায় হাত দিতেই উঠে যাচ্ছে পিচের প্রলেপ। দায়সারাভাবে কাজ হয়েছে বলে গ্রামবাসির অভিযোগ । বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুদর্শন রায়।

কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে তারাপীঠে দর্শনার্থীদের ভিড়

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বৃহস্পতিবার ভোর চারটে বত্রিশ মিনিট থেকে শুরু হয়েছে কৌশিকী অমাবস্যা । সেই উপলক্ষ্যে তারাপীঠে দর্শনার্থীদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে । বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে পূর্ব রেল হাওড়া থেকে রামপুরহাট পর্যন্ত একটি এক্সপ্রেস ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে । নানুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি, বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখ তারাপীঠ যান ।

মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বৃহস্পতিবার সকালে আমোদপুরে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । মৃতের নাম রুবাই হেমব্রম পেশায় দিনমজুর । পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাইথিয়া থানার পুলিশ ।

আজকের দিনটি

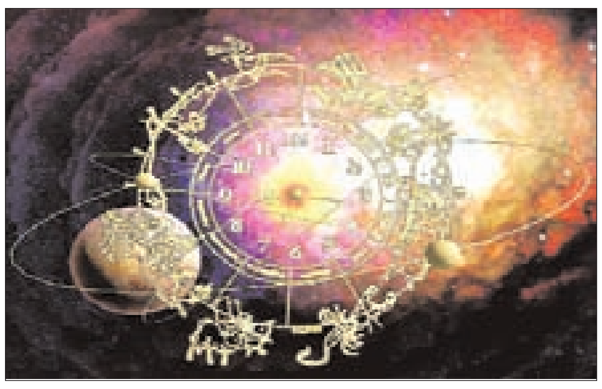

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

রাশিয়া থেকে ৩ লাখ টন গম আমদানি করবে বাংলাদেশ

ঢাকা ঃ রাশিয়া থেকে ৩ লাখ টন গম আমদানি করবে বাংলাদেশ। এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে বাংলাদেশের সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (সিসিজিপি)।

অনুমোদন অনুযায়ী, খাদ্য মন্ত্রণালয় রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে জিটুজি (সরকারি পর্যায়ে) পদ্ধতিতে ১ হাজার ৩২ কোটি ৯০ লাখ টাকা ব্যয়ে গম আমদানি করবে। এতে প্রতি কেজি গমের দাম পড়বে ৩৩ দশমিক ৪৩ টাকা।

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে ভার্চুয়ালি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে যশোর, সৈয়দপুর ও রাজশাহী-৩টি আঞ্চলিক বিমানবন্দরের রানওয়ের উপরিভাগে অ্যাসফাল্ট কংক্রিট ঢালাই এবং ২টি সৌরশক্তি ও একটি বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চুক্তিও অনুমোদন করা হয়েছে।

অনুমোদিত চুক্তি অনুযায়ী চীনের শানডংভিত্তিক একটি কোম্পানি যশোর বিমানবন্দরের রানওয়ের উপরিভাগে অ্যাসফল্ট কংক্রিট ঢালাই করার জন্য সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে কাজ পেয়েছে। সৈয়দপুর বিমানবন্দরের রানওয়ে উপরিভাগে অ্যাসফল্ট কংক্রিট ঢালাই করার কাজ পেয়েছে স্থানীয় কোম্পানি আব্দুল মোমেন লিমিটেড। রাজশাহীর শাহ মখদুম বিমানবন্দরের রানওয়ের উপরিভাগে অ্যাসফল্ট কংক্রিট ঢালাই করার জন্য সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে কাজ পেয়েছে চীনা কোম্পানি চায়না সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন।

বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ মোট ৭৭২ কোটি ৭৪ লাখ টাকার চুক্তি মূল্যে তিনটি পৃথক লটের অধীনে তিনটি চুক্তি করেছে।

বিদ্যুৎ নেই-কোনো অর্থ পরিশোধ নেই শর্তে নিজস্ব পরিচালন পদ্ধতির ভিত্তিতে দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও কক্সবাজারে দুটি গ্রিড-যুক্ত সৌরবিদ্যুৎ এবং একটি বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে সিসিজিপি।

প্রস্তাবনা অনুযায়ী, কনসোর্টিয়াম অব গ্রিন প্রোগ্রেস রিনিউয়েবল বিভি অ্যান্ড আইআরবি অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড দিনাজপুরের বোঁচাগঞ্জ উপজেলা এবং ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলায় ১০০ মেগাওয়াট (এসি) সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করবে।

বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বিপিডিবি) ২০ বছর মেয়াদে এই প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ কিনবে। এর জন্য সরকারকে খরচ করতে হবে ৩ হাজার ৫২৫ কোটি ৬০ লাখ টাকা। এর শুল্ক হার ১০ দশমিক ৮৭৮২ টাকা কিলোওয়াট ঘণ্টা। কক্সবাজারের সদর উপজেলায় একটি ১০০ মেগাওয়াট (এসি) সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করবে কনসোর্টিয়াম অব ডিট্রোলিক এসএ ইঃটারন্যাশনাল পিটিই ও পাওয়ারনেটিক এনার্জি লিমিটেড। বিপিডিবি ২০ বছর মেয়াদে এই প্রকল্প থেকে ৩ হাজার ৫৪২ কোটি ৪০ লাখ টাকা খরচ করে বিদ্যুৎ ক্রয় করবে। এর প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টার মূল্য পড়বে ১০ দশমিক ৯২৮১ টাকা।

কক্সবাজারের চকোরিয়ায় ২২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি বায়ু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করবে জেটি নিউ এনার্জি কোম্পানি লিমিটেড। বিপিডিবি ২০ বছর মেয়াদে প্রকল্প থেকে ১২ হাজার ৪০৮ কোটি টাকা খরচ করে প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টা ১৩ দশমিক ৪১৪ টাকা হারে বিদ্যুৎ কিনবে।

বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের জন্য অকুলিন টেক বিডি লিমিটেড ও নুরিফ্লেক্স কোম্পানির যৌথ উদ্যোগকে চুক্তি প্রদানের আরেকটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে মন্ত্রিপরিষদ কমিটি। পাশাপাশি এসকিউ ট্রেডিং অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে ৪৬০ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে টার্নকি বেসিসে ইউনিফাইড প্রিপেইড সিস্টেম আপগ্রেডসহ উন্নত মিটারিং, অবকাঠামোগত নকশা, সরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং কমিশনিং এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তিনটি প্রস্তাব সিসিজিপির অনুমোদন পেয়েছে।

প্রস্তাব অনুযায়ী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) সবনম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড থেকে ৫৮ কোটি ১১ লাখ টাকা ব্যয়ে খোলা দরপত্রের মাধ্যমে ৬ হাজার টন মসুর ডাল কিনবে। প্রতি কেজির দাম পড়বে ৯৬ দশমিক ৮৫ টাকা।

টিসিবি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য ৭৯ কোটি ৯২ লাখ টাকা ব্যয়ে বসুন্ধরা মাল্টি ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড থেকে খোলা দরপত্রের মাধ্যমে ৫০ লাখ (৫ মিলিয়ন) লিটার সয়াবিন তেল কিনবে। প্রতি লিটার খরচ হবে ১৫৯ দশমিক ৮৫ টাকা।

এ ছাড়াও টিসিবি ৪৩৩ কোটি ৬২ লাখ টাকায় আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ব্রিজো মেরিন এসডিএন বিএইচডি, মালয়েশিয়া (স্থানীয় এজেন্ট ঃ সেনা ভোজ্য তেল ইন্ডাস্ট্রিজ ঢাকা) থেকে ৩ কোটি ৩০ লাখ (৩৩ মিলিয়ন) লিটার সয়াবিন তেল আমদানি করবে। প্রতি লিটারের দাম পড়বে ১৫৫ দশমিক ৯৩ টাকা।

সিসিজিপি সার আমদানির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের ৪টি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

অনুমোদন অনুযায়ী, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) কানাডিয়ান কমার্শিয়াল করপোরেশন থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের চুক্তির আওতায় ১৭৭ দশমিক ৬৫ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে ৫০ হাজার টন মিউরিয়েট অফ পটাশ (এমওপি) সার আমদানি করবে। প্রতি টনে খরচ হবে ৩২৩ (ইউএস) ডলার।

বিএডিসি ১৭৭ কোটি ৬৫ লাখ টাকার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের চুক্তিতে একই কানাডিয়ান কমার্শিয়াল করপোরেশন থেকে আরও ৫০ হাজার টন মিউরিয়েট অফ পটাশ (এমওপি) সার আমদানি করবে। প্রতি টনে খরচ হবে ৩২৩ (ইউএস) ডলার।

বিএডিসি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের চুক্তির আওতায় ২৩১ কোটি ৪৪ লাখ টাকা ব্যয়ে মরক্কো ওসিপি, এসএ থেকে ৪০ হাজার টন ডিএপি সার আমদানি করবে। প্রতি টন খরচ হবে ৫২৬ ইউএস ডলার। মরক্কোর একই প্রতিষ্ঠান ওসিপি, এসএ ১২৮ কোটি ৬১ লাখ টাকা ব্যয়ে বিএনডিসিকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চুক্তির অধীনে ৩০ হাজার টন টিএসপি সার সরবরাহ করবে। প্রতি টনে খরচ হবে ২৮৯ দশমিক ৭৫ (ইউএস) ডলার।

এ ছাড়া, ঢাকার হাতিরঝিল-রামপুরা সেতু-বনশ্রী-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের জন্য এলইএ অ্যাসোসিয়েটস সাউথ এশিয়া প্রাইভেট ইন্ডিয়াকে ৫৩ কোটি ৩০ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি চুক্তি প্রদানের জন্য সড়ক ও জনপথ বিভাগের একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা কমিটি।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সমঝোতা স্মারক সইয়ের পরিকল্পনা ঢাকা-লন্ডনের

ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিষয়ে একটি নতুন সমঝোতা স্মারক সই করার কথা ভাবছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৬৪০ কোটি (ইউএস) ডলারের রেকর্ড-ব্রেকিং দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য এবং ২০২২ সালে যুক্তরাজ্য থেকে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ৫৬ কোটি ১০ লাখ ডলারের সরাসরি বিদেশি বিনিযোগে (এফডিআই) সন্তোষ প্রকাশ করে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিযোগের প্রসারে নতুন প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে সম্মত হয়েছে।

১২ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য কৌশলগত সংলাপে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন ও যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসের (এফসিডিও) স্থায়ী আন্ডার সেক্রেটারি স্যার ফিলিপ বার্টনের নেতৃত্বে এই সংলাপে কমনওয়েলথভুক্ত দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা, অভিবাসন ও গতিশীলতা, জলবায়ু ও উন্নয়ন অংশীদারত্বসহ ঐতিহাসিক সম্পর্কের সার্বিক দিক পর্যালোচনা করা হয়।

ফিলিপ বার্টন গত এক দশকে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রশংসা করেন। মাসুদ বিন মোমেন বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্য হিসেবে যুক্তরাজ্যের অব্যাহত বাজার প্রবেশাধিকার সহায়তার প্রশংসা করেন। ২০২৬ সালে বাংলাদেশের নির্ধারিত স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পর ২০২৯ সাল পর্যন্ত এবং পরেও এর মেয়াদ বাড়ানোর আহ্বান জানান।

দুই পক্ষ সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সহযোগিতার জন্য একটি সমঝোতা স্মারক সইয়ের বিষয়েও সম্মত হয়েছে।

বুধবার (১৩ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য অভিবাসন ও গতিশীলতা সহযোগিতা বৃদ্ধি, বিশেষ করে নার্সিং, আতিথেয়তা, কৃষি, নির্মাণ ও রাজমিস্ত্রি এবং অন্যান্য সেবা খাতে লাভজনক কর্মসংস্থানের বিষয়ে সম্মত হয়েছে।

অভিবাসন, গতিশীলতা ও যোগ্যতার পারস্পরিক স্বীকৃতি নিয়ে আলোচনার জন্য দুই পক্ষ একটি জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনে সম্মত হয়েছে। তারা যুক্তরাজ্যে অনিয়মিত অবস্থায় থাকা বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে একটি এসওপি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর) সই করতে সম্মত হন।

বাংলাদেশ ২০২২ সালে শিক্ষা, ভ্রমণ ও ব্যবসা ভিসা প্রদান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় যুক্তরাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। দুই পক্ষ ফৌজদারি বিষয়ে পারস্পরিক আইনি সহায়তা নিয়েও আলোচনা করেছে।

চলতি বছরের মার্চে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে স্বাক্ষরিত জলবায়ু চুক্তির কথা স্মরণ করে দুই পক্ষ দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় জলবায়ু কার্যক্রমে সহযোগিতার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

তারা জলবায়ু চুক্তির আওতায় একটি গ্রিনহাউজ গ্যাস শূন্যে নামিয়ে আনা এবং প্রকৃতিবান্ধব বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে জলবায়ু চুক্তির অধীনে সময়সীমা কার্যক্রমের সঙ্গে একটি যৌথ কর্মপরিকল্পনা সই করতে সম্মত হন।

একটি ন্যায়সঙ্গত, শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে এসডিজি-১৬ এর আওতায় এর জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বাংলাদেশ।

মাসুদ বিন মোমেন সন্ত্রাস, সহিংস চরমপন্থা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জিরো টলারেন্স নীতি পুনর্ব্যক্ত করেন। ভারত মহাসাগরে সামুদ্রিক ও বিমান নিরাপত্তা ও সুরক্ষাসহ

পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা ইস্যুতে সহযোগিতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে দুই পক্ষ সম্মত হয়েছে।

যুক্তরাজ্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের আওতায় বিশ্ব শান্তিতে বাংলাদেশের, বিশেষ করে নারী শান্তিরক্ষীদের সর্বোচ্চ অবদানের প্রশংসা করে।

দুই দেশ ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রতিরক্ষা সংলাপে সন্তোষ প্রকাশ করে এবং লন্ডনে দ্বিতীয় সংলাপে প্রতিরক্ষা সহযোগিতার বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই করতে সম্মত হয়।

যুক্তরাজ্য মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ আশ্রয় দেওয়ায় প্রশংসা করে। বাংলাদেশও জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ও কমনওয়েলথসহ রোহিঙ্গা সংকটে যুক্তরাজ্যের মানবিক ও রাজনৈতিক সহায়তার প্রশংসা করে।

দুই পক্ষই দীর্ঘায়িত রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছায়, নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসনে নিবিড়ভাবে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে।

রোহিঙ্গাদের ওপর নৃশংসতার বিষয়ে আন্তর্জাতিক জবাবদিহির ওপর গুরুত্বারোপ করে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে (আইসিজে) রোহিঙ্গাদের বিচারের মামলায় যোগ দেওয়ায় যুক্তরাজ্যকে ধন্যবাদ জানান মাসুদ বিন মোমেন।

যুক্তরাজ্য বাংলাদেশের সম্প্রতি ঘোষিত ইন্দো-প্যাসিফিক আউটলুককে স্বাগত জানিয়েছে।

অভিন্ন সমৃদ্ধির জন্য একটি অবাধ, উন্মুক্ত, শান্তিপূর্ণ, সুরক্ষিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ইন্দো-প্যাসিফিক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুই পক্ষ নতুন অংশীদারত্ব গড়ে তুলতে সম্মত হয়েছে।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা (আইএমও) ও ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশনসহ (আইওআরএ) বিভিন্ন আঞ্চলিক ও বহুপক্ষীয় খাতে সহযোগিতা জোরদারে সম্মত হয়েছে।

যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক নিজ নিজ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দুই দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগ দেন।

কৌশলগত সংলাপের পরবর্তী অধিবেশন ২০২৪ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সাইবার নিরাপত্তা বিল-২০২৩ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পাস

চারটি ধারা জামিন অযোগ্য রেখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বুধবার পাস হয়েছে সাইবার নিরাপত্তা বিল-২০২৩। বহুল আলোচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এতে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। যেখানে ১৪টি ধারা জামিন অযোগ্য ছিল। বিল অনুযায়ী, পুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার কর্মকর্তারা কোনো পরোয়ানা ছাড়াই কাউকে তল্লাশি ও গ্রেপ্তারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তবে মিথ্যা মামলা হলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য করে শাস্তিরও বিধান রাখা হয়েছে। আইসিটি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বিলটি উত্থাপন করলে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। চারটি জামিন অযোগ্য ধারা হলো-কম্পিউটারের প্রধান তথ্য পরিকাঠামোতে অনুপ্রবেশ, কম্পিউটার সিস্টেমের ক্ষতি, সাইবার সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং হ্যাকিং সম্পর্কিত অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কিত। আইনে এই চারটি ধারার অপরাধকে জামিন অযোগ্য রাখা হয়েছে। ধারা-১৭ তে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবকাঠামো ও অন্য ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশসংক্রান্ত অপরাধের বিধান, ধারা-১৯-এ রয়েছে কম্পিউটার ও কম্পিউটার সিস্টেমের ক্ষতি সাধনের বিষয়টি। ধারা-২৭-এ রয়েছে সাইবার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও এ ধরনের অপরাধ সংঘটনের বিষয়টি এবং ধারা-৩৩ এ রয়েছে হ্যাকিং সম্পর্কিত অপরাধের বিষয়। ইতিমধ্যে দায়েরকৃত মামলাগুলো বিদ্যমান আইন-ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে চলবে। কারণ প্রস্তাবিত আইনে একটি বিধান যুক্ত করা হয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩-এর খসড়ায় ১৭ থেকে ৩৩ ধারায় অপরাধ এবং শাস্তির বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। বিলের বিভিন্ন ধারার সমালোচনা করে বিরোধী দলের সদস্যরা বলেন, সংবিধানেই চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন গণমাধ্যমের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে এই বিলের বিভিন্ন ধারায় সংবিধান স্বীকৃত এসব অধিকার খর্ব করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

ডিজিটাল ভূমি জরিপ কিভাবে হবে? পুরনো জরিপ বাতিলের অর্থ কী?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ডিজিটাল জরিপ চালু করতে যাচ্ছে সরকার। ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী সংসদে মঙ্গলবার জানিয়েছেন, ডিজিটাল জরিপ কার্যকর হলে পুরনো জরিপ বাতিল হয়ে যাবে। এই ডিজিটাল জরিপ কিভাবে হবে? তাছাড়া পুরনো জরিপ বাতিল হয়ে যাবার অর্থ কী? বাংলাদেশে ডিজিটাল পদ্ধতির বাইরে এতদিন সনাতন পদ্ধতিতে যে ভূমি জরিপ চলছে তা বন্ধ করার পাশাপাশি ইতোমধ্যে পুরনো পদ্ধতিতে হওয়া সব জরিপ বাতিল হিসেবে গণ্য হবে বলে জানিয়েছেন মি. চৌধুরী।

পরে বুধবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টিকে আরও ব্যাখ্যা করে ভূমিমন্ত্রী জানান, সব জরিপ নয়, সাম্প্রতিককালে যে জরিপগুলো হয়েছে এবং যেসব জরিপ চলমান আছে সেগুলো বন্ধ করতে বলা হয়েছে। যেসব জরিপ আগেই হয়ে গেছে, সেগুলো নয়। মন্ত্রী বলেন, আমরা ডিজিটাল জরিপের দিকে যাচ্ছি। আমাদের উদ্দেশ্য মানুষকে হয়রানিমুক্ত করা। এই জরিপ করতে গিয়ে সমস্যা ও জটিলতা হচ্ছে। সে জন্য আমি বলেছি সাম্প্রতিককালের চলমান জরিপগুলো সব বন্ধ। এর আগে মঙ্গলবার সংসদে 'ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিল, ২০২৩' পাশের আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, 'ডিজিটাল সার্ভে পর্যায়ক্রমে হবে, এগুলো আসবে। আর ইতোমধ্যে যে সমস্ত জরিপ হয়েছে সব বাতিল। এটা আমি

সংসদে দাঁড়িয়ে নিশ্চিত করতে চাই।'

ফলে চলমান জরিপ যে অবস্থায় রয়েছে সেই অবস্থাতেই বাতিল হবে কীনা সে বিষয়টি মন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়নি। তবে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতরের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, যখন কোন জমির ডিজিটাল জরিপ সম্পন্ন হবে, তখন আগের জরিপ বাতিল হয়ে যাবে। ডিজিটাল জরিপ হওয়ার আগ পর্যন্ত যে জরিপ চলেছে সেটা বহাল থাকবে। ভূমিমন্ত্রী দাবি করছেন, ডিজিটাল জরিপ কার্যকর হলে ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতা কমে আসবে। ফলে ভূমি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা ও হয়রানিও কমবে।

ডিজিটাল জরিপ কাজে ড্রোন ব্যবহার করে জমির সঠিক মাপ বের করা হবে। ডিজিটাল পদ্ধতি বা ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ভূমির জরিপ পরিচালনাকে ডিজিটাল সার্ভে বলা হচ্ছে।

কর্মকর্তারা বলছেন, ডিজিটাল জরিপের মাধ্যমে খুব সহজেই জমি পরিমাপ করা যাবে এবং একই সাথে জমির মালিকানা ও মাপের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। এই অঞ্চলে প্রথম ভূমি জরিপ শুরু হয়েছিল ১৮৮৮ সালে কক্সবাজার জেলার রামু থেকে। ওই জরিপের নামকরণ করা হয় ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে বা সিএস জরিপ। এই জরিপ শেষ হয় ১৯৪০ সালে দিনাজপুর জেলায়। এরপর ধাপে ধাপে স্টেট একুইজিশন সার্ভে এসএ (জমিদারি অধিগ্রহণ জরিপ), পাকিস্তান সার্ভে পিএস, রিভিশনাল সার্ভে আরএস এবং সবশেষ বাংলাদেশ সার্ভে বিএস জরিপ সম্পন্ন হয়। পুরনো পদ্ধতির জরিপে ফিতা টেনে দিয়ে জমির মাপ নিয়ে ম্যাপ তৈরি করা হতো। ইতোমধ্যে পটুয়াখালী ও বরগুনাতে ডিজিটাল জরিপের পাইলট প্রোগ্রাম চলছে। এছাড়া চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও নারায়ণগঞ্জের সিটি কর্পোরেশন, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও ধামরাইয়ে এই ডিজিটাল জরিপের কাজ চলছে বলে অধিদফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়। কর্মকর্তারা বলছেন, এটি সফল হলে এই জরিপের ওপর ভিত্তি করে সারা দেশে ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। ভূমি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সারা দেশে ডিজিটাল জরিপের সক্ষমতা অর্জনে গত বছর এক হাজার তিনশ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ বছর মেয়াদি ডিজিটাল সার্ভের উদ্যোগ নেয়া হয়। তিনটি পার্বত্য জেলা ছাড়া দেশের ৪৭০টি উপজেলার মৌজা পর্যায়ে জিওডেটিক সার্ভের মাধ্যমে ২ লাখ ৬০ হাজার ৩১০টি জিও-রেফারেন্সিং পয়েন্ট নির্ধারণ করা হবে ও ১ লাখ ৩৩ হাজার ১৮৮টি মৌজা ম্যাপের ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মূলত জমির মানচিত্র ও রেকর্ড সমন্বয় করা হবে। এতে ভূমি মালিক ওয়েবসাইটে গেলে ম্যাপ ও খতিয়ান দুটি একসাথে পেয়ে যাবেন। এজন্য ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সফটওয্যার প্রস্তুত করা হচ্ছে। সকল ডাটা ক্লাউড বেইজ সার্ভারে সংরক্ষণ করা হবে।

এদিকে, নির্ভুলভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করতে বাংলাদেশ ভূমি জরিপ করতে গ্লোবাল নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম, ফোর্থ জেনারেশন সার্ভে ড্রোন বা ইউএভি, গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন সেইসাথে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম জিপিএস, ইলেকট্রনিক টোটাল স্টেশন ইটিএস, ডাটা রেকর্ডার, প্লটার ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহার করার কথা জানিয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়। আপাতত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এই কাজে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। জরিপ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ড্রোন উড়িয়ে জমির পূর্ণ ছবি ধারণ করা হবে। স্যাটেলাইট ইমেজিং-এর মাধ্যমে জমির অবস্থান ও মাপ নিশ্চিত করা হবে। স্যাটেলাইট ইমেজ কিনে সেটা মৌজা ম্যাপের সাথে সমন্বয় করে ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ তৈরি করা হবে। এর ফলে কৃষিজমি, জলাভূমি, পাহাড় ও বনভূমি রক্ষাসহ জমির পরিকল্পিত ব্যবহার করাও সম্ভব হবে। এছাড়া ইটিএস এর মাধ্যমে জমির নির্ভুল পরিমাপ বা প্লট ভাগ করা হবে। প্লট টু প্লট জরিপ সম্পন্ন হলে সরকারি ও বেসরকারি মালিকানার তথ্যটি সহজেই জানা যাবে। ভূমিতে পূর্বে জরিপ করা থাকলে উক্ত জরিপের ডিজিটাইজ ম্যাপের সাথে নতুন প্রস্তুত ম্যাপের সুপার ইম্পোজের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হবে নতুন জিও রেফারেন্স মৌজা ম্যাপ। এছাড়া পরবর্তীতে 'মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প' থেকে সংগ্রহ করা স্যাটেলাইট ইমেজের সাথেও সমন্বয় করা হবে এই মৌজা ম্যাপ। বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভের মূল উদ্দেশ্য অল্প সময়ে সমগ্র বাংলাদেশে ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে তথা ভূসম্পদ জরিপ শেষ করা। এ ধরণের জরিপে জমির পরিমাণ, জমির আইলের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, আকার ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ মাপ সম্পর্কে জানা যাবে এবং পরিমাপে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। জরিপ অধিদপ্তর বলছে, একবার ডিজিটাল জরিপ সম্পন্ন হলে প্রাকৃতিক কারণে বড় ধরনের ভূমির বিচ্যুতি ছাড়া মাঠে গিয়ে বার বার জরিপ করার প্রয়োজন হবে না। একই সঙ্গে অনলাইনে মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান একসাথে পাওয়া যাবে। ভূমি জরিপ অধিদপ্তর আশা করছে এতে ভূমি ব্যবস্থাপনার আমূল পরিবর্তন হবে, আদালতের মামলা কমবে, সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমানে ভূমি জরিপ কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত কোন এলাকায় ডিজিটাল জরিপ শুরু করার আগে সেখানকার পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে না হলে মাইকিং করে এ বিষয়ে প্রচার প্রচারণা চালানো হয় এবং ব্যাপক জনসংযোগ করা হয়। এর মাধ্যমে মূলত সেখানকার জমির মালিকদের জানানো হয়। তারা যে নিজ নিজ জমির সীমানা চিহ্নিত করেন এবং জমির মালিকানার কাগজপত্র যেমন - দলিল, নামজারি ও খাজনা পরিশোধ কাগজপত্র হালনাগাদ অবস্থায় কাছে রাখেন। এর মাধ্যমে ওই ব্যক্তির জমির তথ্য যাচাই বাছাই করা হবে। কোন সমস্যা না থাকলে মালিকানার তথ্য অনলাইনে এন্ট্রি করা হবে। পুরনো পদ্ধতির জরিপে দেখা যেতো একটি খতিয়ানের একাধিক মালিক রয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেই সুযোগ আর থাকছে না। ডিজিটাল জরিপে নতুন করে মৌজা নকশা প্রস্তুত করা হতে পারে। যা ট্রাভার্স সার্ভে নামে পরিচিত। স্যাটেলাইন ইমেজের মাধ্যমে মৌজার অবস্থান চিহ্নিত করা হবে। এরপর মৌজার ম্যাপ বা নকশাটি ডিজিটাল পদ্ধতিতে আঁকা হবে।

সম্পাদকীয়

পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কি বিলাওয়াল ভুট্টো?

বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি (৩৪) লেখাপড়া করেছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান বিলাওয়াল সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর ছেলে, জুলফিকার আলী ভুট্টোর নাতি। পরিবারের রাজনৈতিক ঐতিহ্য, নেতৃত্বগুণ এসব কিছু মিলে বিলাওয়াল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পাকিস্তানের ভাবি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে বিলাওয়াল (এপ্রিল ২০২২-আগস্ট ২০২৩) তাঁর অবস্থানকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন। বিলাওয়াল ভুট্টোর নেতৃত্বগুণ এবং তাঁর কর্মকাণ্ড প্রমাণ করেছে যে তিনি জটিল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বুঝতে এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। তিনি পাকিস্তানের স্বার্থ দেখেছেন এবং বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানকে তুলে ধরেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে বিলাওয়াল দায়িত্ব পালন করেছেন খুব অল্প দিনই। এর মধ্যেই তিনি আঞ্চলিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে জোরালো বন্ধনের লক্ষ্যে কাজ করেছেন। পাকিস্তানের উন্নয়ন এবং নিরাপত্তার জন্য বিলাওয়াল সব

সময় আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ভারত, আফগানিস্তান ও ইরানের মতো দেশগুলোর সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে বিলাওয়াল শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। চীন, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টায় পাকিস্তান লাভবান হয়েছে। কারণ, দেশটিতে বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিলাওয়াল অর্থনীতিনির্ভর কূটনীতির প্রয়োগ করেছেন। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য শক্তিশালী অর্থনীতির প্রয়োজন। বিলাওয়াল মানবাধিকার রক্ষায় যত্নবান ছিলেন। পাকিস্তানে পিপিপির মানবাধিকার ও সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার রেকর্ড আছে। বিলাওয়াল ভুট্টো মানবাধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং বালুচ ও পশতুনদের সমর্থন দিয়ে এসেছেন। তিনি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছেন। তিনি বৈশ্বিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের, বিশেষ করে কাশ্মীর ও ফিলিস্তিন ইস্যুতে জোর গলায় কথা বলেছেন। পাকিস্তানের অবস্থান তিনি পরিষ্কার করেছেন। তিনি জাতিসংঘ এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বোঝাতে চেয়েছেন বৈশ্বিক ইস্যুতে পাকিস্তানের অবস্থান কী হবে। পাকিস্তানের অর্থনীতিতে দরকার প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা। বিলাওয়াল প্রধানমন্ত্রী হলে তাঁর জন্য আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়া, বিদেশি বিনিয়োগ আহ্বান এবং স্থিতিশীল অর্থনৈতিক নীতির বাস্তবায়ন ও পাকিস্তানের ক্রমাবনতিশীল অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা হবে বড় চ্যালেঞ্জ। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কুরেশি বৈশ্বিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন বা জোটগুলোর সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়েই ছিলেন। বিলাওয়াল সেখানে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মুসলিম বিশ্ব, চীন এবং অন্যান্য ক্ষমতাধর দেশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করেছেন। তা ছাড়া আঞ্চলিক বিরোধ নিরসনেও তিনি কাজ করেছেন। আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা কিংবা ইরানের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তিনি ভারতের সঙ্গেও উত্তেজনা কমিয়ে এনেছেন। পাকিস্তানের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে বিলাওয়ালের পরিষ্কার ধারণা আছে, সেই সঙ্গে তাঁর কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে একজন যোগ্য নেতায় পরিণত করেছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি নিয়েও কাজ করতে পারবেন। তবে বিলাওয়ালের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হলো ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বিরোধ। দক্ষিণ এশিয়ায় দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাশ্মীর নিয়ে বিরোধের সমাপ্তি তাঁকে ঘটাতে হবে। কারণ, কাশ্মীরকে ঘিরে এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

চীনা প্রেসিডেন্টের 'সুন্দর জিনজিয়াং'এর উইঘুররা আসলে কেমন আছে?

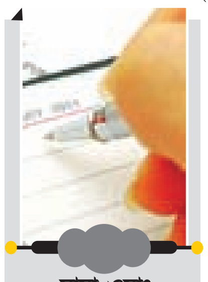

মায়া ওয়াং
প্রাবন্ধিক

গত ২৬ আগস্ট জিনজিয়াং প্রদেশ সফর করেন চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং। সেখানে গিয়ে তিনি বলেন, মুসলিম উইঘুর-অধ্যুষিত অঞ্চলটি 'কষ্টে অর্জিত সামাজিক স্থিতিশীলতা' উপভোগ করছে এবং 'ঐক্য, শান্তি ও সমৃদ্ধির' দিকে এগোচ্ছে। সি চিন পিংয়ের বলা 'সুন্দর জিনজিয়াংয়ের' এই ছবি জাতিসংঘ মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরের (ওএইচসিএইচআর) সাম্প্রতিক প্রতিবেদনের পুরোপুরি উল্টো। গত বছর প্রকাশিত ওএইচসিএইচআর-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত চীন সরকার জিনজিয়াংয়ের লাখ লাখ উইঘুর ও তুর্কিভাষী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। সেখানে এতটা পদ্ধতিগতভাবে ও বিস্তৃত পরিসরে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে যে সেটা আন্তর্জাতিক আইনে মানবতাবিরোধী অপরাধ।

জিনজিয়াংয়ে বাইরের কেউ প্রবেশের ক্ষেত্রে ব্যাপক কড়াকড়ি থাকা সত্ত্বেও চীনা কর্তৃপক্ষ বলে আসছে সেখানে সবকিছুই ঠিকঠাক রয়েছে। বাইরের পর্যবেক্ষকদের পক্ষে জিনজিয়াংয়ের পরিস্থিতির পুরো বাস্তবতা পাওয়া কঠিন। এরপরও সেখানে কী ঘটছে, সেই তথ্য কোনো না কোনোভাবে বেরিয়ে আসছে।

'সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত' এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে চীন সরকার জিনজিয়াং অঞ্চলের অধিবাসীদের সবচেয়ে বেশি শাস্তি দিয়েছে। প্রায় ১০ লাখ উইঘুর, কাজাখ ও অন্য জাতিসত্তার লোকদের রাজনৈতিক পুনর্বাসন শিবিরে (কারাগার ও বন্দী শিবির) জোরপূর্বক বন্দী করে রাখে।

জিনজিয়াংয়ের এই নিপীড়নের নিন্দা জানিয়ে কয়েকটি গণতান্ত্রিক দেশ জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে বিষয়টি নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু অন্য কোনো পদক্ষেপ এখনো মূর্তমান নয়। জিনজিয়াংয়ের হাতে গোনা কয়েকজন কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। জোর করে শ্রমে নিয়োজিত করা হচ্ছে সেই বিবেচনা থেকে যুক্তরাষ্ট্র সেখানকার পণ্য আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সঙ্গে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেখানকার অধিবাসীরা ভয়াবহ সেই নিপীড়নের বর্ণনা দেন। তালিকা ধরে পুলিশ উইঘুর ও তুর্কিভাষীদের রাস্তা ও বাড়ি থেকে ধরে আনা হয়। কখনো কখনো মধ্যরাত্রিতে গিয়ে পুলিশ হানা দেয়। জোরপূর্বক তাঁদের গুম করা হয়। তালিকায় থাকা লোকদের অনেক সময় সামাজিক ও আইনসংগত কাজ যেমন প্রতিবেশী কারোর জানাজায় অংশগ্রহণ করা অথবা সরকারের পছন্দ নয়, সে রকম কোনো অ্যাপ মোবাইল থাকার কারণে শাস্তি দেওয়া হয়।

জিনজিয়াং প্রদেশের কিছু অংশে তুর্কিভাষী গোটা পরিবারকে জোরপূর্বক গুম করে দেওয়া হয় অথবা পরিবারগুলোর সদস্যদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের আটক করা হয় আর শিশুদের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অনাথালয়ে নেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের সংস্কৃতি ও পরিচয় মুছে ফেলা। বন্দিশালায় নির্যাতন, ধর্ষণ ও মৃত্যুর খবরও পাওয়া যায়।

যাঁদের বন্দিশিবিরে যেতে হয়নি, তাঁরাও চরম ভোগান্তিতে পড়েন। কর্তৃপক্ষ তাঁদের পাসপোর্ট জব্দ করে, জনপরিসরগুলোতে উচ্চ প্রযুক্তির নজরদারি ব্যবস্থা রাখা হয়, লোকজনকে জোরপূর্বক শ্রমে শিবিরে নিয়োজিত করা হয় এবং রাজনৈতিক বয়ান শুনতে বাধ্য করে।

জাতিসংঘের ওই প্রতিবেদন প্রকাশের পর জিনজিয়াং পরিস্থিতির কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে?

নিরপেক্ষ সাংবাদিকদের মধ্যে যাঁরা জিনজিয়াংয়ে যেতে পেরেছেন, তাঁরা বলছেন যে রাজনৈতিক পুনর্বাসন শিবিরের সংখ্যা কমেছে। কিন্তু কতগুলো পুনর্বাসন কেন্দ্র বন্ধ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে পরিষ্কার তথ্য নেই।

২০২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছিল, প্রায় পাঁচ লাখ উইঘুর ও তুর্কিভাষী বন্দী রয়েছেন। বন্দিশালা থেকে গণমুক্তি দেওয়া হয়েছে এমন নজির নেই।

দেশের বাইরে যে উইঘুরেরা থাকেন, তাঁদের অনেকে পরিবারের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না অথবা তাঁদের ভালোমন্দ কোনো খবর জানতে পারছেন না। আমার পরিচিত একজন উইঘুর বলেছেন, 'যখন আমি আমার পরিবারের সঙ্গে আবার কথা বলতে পারব, তখনই আমার কাছে জিনজিয়াংকে স্বাভাবিক বলে মনে হবে।' বাস্তবতা হলো, তাঁদের ভালোবাসার মানুষগুলো হয়তো কয়েক মাস বা কয়েক বছর আগেই মারা গেছেন।

জিনজিয়াংয়ের বাসিন্দারা এবং চীনের অন্য অংশের ভ্রমণকারীরা যেসব তথ্য দিচ্ছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নজরদারিমূলক নিরাপত্তাব্যবস্থা কিছুটা শিথিল করেছে, পুলিশের চেকপোস্টের সংখ্যা কমেছে, তল্লাশিও কিছুটা কমেছে।

কর্তৃত্ববাদী চীন ও রাশিয়ার মধ্যে গড়ে ওঠা জোট গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু তল্লাশি এখনো হরেদরে চলছে। বিশেষ করে হোটেল ও শপিং মলে কঠোর তল্লাশি চলে। জ্বালানি গ্যাস কিনতে হলে এখনো কয়েক ধরনের নথি দিতে হয় এবং মুখমণ্ডল শনাক্তকরণ করতে হয়। একজন উইঘুর নেটিজেন (চীনের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যেটা বিরল) লিখেছেন, 'মূলত তুমি যদি দেখতে জাতিগতভাবে সংখ্যালঘুদের মতো হও, তাহলে তল্লাশিচৌকিতে তোমাকে তল্লাশি করা হবে।...কিছু ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে এটা আমার খারাপ লাগে, নিজেকে খুব অপমানিত মনে হয়।'

অনলাইনে প্রকাশ হওয়া সরকারি পোস্ট থেকে জানা যাচ্ছে, কর্তৃপক্ষ এখনো তাদের সেই বাধ্যতামূলক কর্মসূচি ফেংহুইজু (পরিদর্শন, মুনাফা ও জমায়েত) কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। এই কর্মসূচির সঙ্গে তুর্কিভাষী জনগোষ্ঠীর পরিবারগুলোর শিক্ষা ও নজরদারির মধ্যে রাখার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনেক সময় তুর্কিভাষী পরিবারে গিয়ে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জিনজিয়াং কর্তৃপক্ষ এখনো এই উদ্দেশ্য থেকে ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করছে যে সংখ্যালঘু পরিবারগুলো তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তারা সরকারি কর্মকর্তাদের আপ্যায়ন করছে, একসঙ্গে বসে খাচ্ছে ও নাচছে।

চীন সরকার এখন বিশ্বকে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে জিনজিয়াংয়ের আগের পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে। তারা খুব সফলভাবে সেখানকার অসন্তোষ প্রশমন করতে পেরেছে। এখন সেখানকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে জোর দেওয়া হচ্ছে। পুরো দুনিয়া থেকে উইঘুরদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারায় বেইজিংয়ের এই বয়ানকে চ্যালেঞ্জ জানানো যাচ্ছে না।

জিনজিয়াংয়ের এই নিপীড়নের নিন্দা জানিয়ে কয়েকটি গণতান্ত্রিক দেশ জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে বিষয়টি নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু অন্য কোনো পদক্ষেপ এখনো মূর্তমান নয়। জিনজিয়াংয়ের হাতে গোনা কয়েকজন কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। জোর করে শ্রমে নিয়োজিত করা হচ্ছে সেই বিবেচনা থেকে যুক্তরাষ্ট্র সেখানকার পণ্য আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

কিন্তু বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই এখন পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে রেখেছে। বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধানেরা চীনের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে এসে বৈঠক করছেন। ফলে জিনজিয়াংয়ে মানবতার বিরুদ্ধে যেসব অপরাধ চীনা কর্তৃপক্ষ করছে, সে বিষয়টি নিয়ে কেউ প্রকাশ্যে কথা বলছে না। ঠিক এটাই চায় বেইজিং। জিনজিয়াংয়ে যে নিপীড়ন চলছে, সেটা যেন সবাই ভুলে যায়।

সাময়িকী

রাশিয়ার নির্বাচনই বলে দিল ইউক্রেন যুদ্ধ কতটা লম্বা হবে

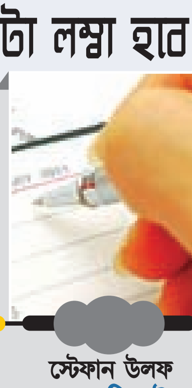

স্টেফান উলফ
কলামিস্ট

সম্প্রতি রাশিয়াতে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে অবৈধ গণভোটের মাধ্যমে ইউক্রেনের যে চারটি অঞ্চল (দোনেৎস্ক, লুহানস্ক, জাপোরিঝঝিয়া ও খেরসন) নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, সেসব অঞ্চলেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্বাচনের ফলাফল যে পুতিন সরকারের আরেকটি 'বিজয়', এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই।

কিন্তু শত শত অভিযোগ আর অনিয়মের মধ্যে অনুষ্ঠিত রাশিয়ার অধিকৃত চারটি অঞ্চলে নির্বাচন যেভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, তা থেকে রাশিয়ার পরিকল্পনা এবং যুদ্ধের পরবর্তী গতিপ্রকৃতি কোন দিকে যাচ্ছে, তা আঁচ করা যায়। রাশিয়ার প্রেক্ষাপট থেকে দেখতে গেলে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তারা প্রমাণ করতে চাইল যে ওই চার অঞ্চল এখনকার মতো ও চিরদিনে জন্য রাশিয়ার ভূখণ্ড। কিন্তু ক্রেমলিনের চিন্তাভাবনার মান বিবেচনাতেও এই দাবি অন্তঃসারশূন্য।

এর কারণ হলো, রাশিয়ার স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল বলে ঘোষিত চার অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অংশ এখনো রুশ বাহিনী দখলে নিতে পারেনি। এমনকি ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে মস্কোর আত্তীকরণের ঘোষণা দেওয়ার পর ইউক্রেনীয় বাহিনীর কাছে কিছু পরিমাণ ভূখণ্ডও হারিয়েছেও তারা। এ ছাড়া রাশিয়ার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র চীন ও ইরানও ওই চার অঞ্চল যে রাশিয়ার, এখন পর্যন্ত সেই স্বীকৃতি দেয়নি।

ইউক্রেনের পক্ষ থেকে পরিচালিত পাল্টা আক্রমণ অভিযানের ফলাফল দৃশ্যমান হচ্ছে খুব ধীরগতিতে। এখন পর্যন্ত ইউক্রেনীয় বাহিনী রাশিয়ার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা থেকে অনেক দূরে রয়েছে। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মস্কো এটাও দেখাতে চাইছে যে অধিকৃত ভূখণ্ডে সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলছে। রাশিয়ার বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ওই চার অঞ্চলের অধিবাসীরা যে মানিয়ে নিয়েছে, সেটাও প্রমাণ করতে চায় রাশিয়া।

বিষয়টি ক্রেমলিনের তথাকথিত 'বিশেষ সামরিক অভিযানকে' (ইউক্রেনে অবৈধ আগ্রাসনকে এই নামেই ডাকে রাশিয়া) বৈধতা দেওয়ার প্রচেষ্টাও।

সোভিয়েত কায়দায় যথার্থ নির্বাচনের মানে হলো, সব প্রার্থীকে আগে থেকেই সরকার অনুমোদন দিয়ে রাখবে। সুতরাং, এ ধরনের নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না, ভোটারের কোনো পছন্দ-অপছন্দও থাকে না। স্বাধীন গণমাধ্যম আর নাগরিক সমাজের সংগঠন নির্বাচন ও ভোট গণনা পর্যবেক্ষণের সময় থাকে না। অধিকৃত চার অঞ্চলে নির্বাচনের ফলাফল যা হওয়ার, তাই হয়েছে। ক্রেমলিনের অনুগত ব্যক্তিরা এই নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন।

রাশিয়াতে সাধারণভাবে যে মানের পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচন হয়, সেই বিবেচনাতেও এটিকে স্বাভাবিক নির্বাচন বলা যাবে না। রাশিয়া তাদের অধিকৃত চার অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে রুশ পাসপোর্ট দেওয়ার যে প্রকল্প হাতে নিয়েছে, তার অগ্রগতি এখন পর্যন্ত খুব একটা বেশি নয়। এ কারণে ক্রেমলিন নির্বাচনের আগে বিশেষ ফরমান জারি করে, যেসব বাসিন্দা ইউক্রেনীয় নাগরিকত্ব আছে, তাঁরা নিবন্ধন করে ভোটে দিতে পারবেন। তা সত্ত্বেও চার অঞ্চলের বাসিন্দাদের ওপর রাশিয়ানদের চাপ একটুও কমেনি। রাশিয়ার নাগরিকত্ব পাওয়ার আবেদন করার জন্য তাঁদের ওপর জোর করা হচ্ছে। অথচ মস্কোর পক্ষ থেকে দেখানো হচ্ছে, 'নতুন নাগরিক' হতে তাঁরা কতটা ব্যাকুল। অনাগরিকদের ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া কিংবা তাঁদের নাগরিকত্ব পাল্টে দেওয়ার মানে এই নয় যে ইউক্রেনের সার্বভৌম ভূখণ্ড রাশিয়ার দখলে নেওয়া বৈধ ও আইনসংগত। কিন্তু এই নির্বাচন সাধারণ রাশিয়ানদের বিষয়টির সঙ্গে ধাতস্থ করার একটি প্রক্রিয়া।

রাশিয়ার জনমতের ওপর ভিত্তি করে চালানো জরিপে দেখা যাচ্ছে, ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরুর পর পুতিনের জনপ্রিয়তা আগের চেয়ে বেড়েছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি যে স্বাভাবিক হয়ে যাবে, তার দৃষ্টান্তও আছে। ২০১৪ সালে রাশিয়া ইউক্রেনের ভূখণ্ড ক্রিমিয়া দখলে নেওয়ার পরও একই চিত্র দেখা গেছে। ৯ বছর ধরে ক্রিমিয়া নিজেদের দখলে রেখেছে রাশিয়া।

এই নির্বাচনের ফলাফল কী হলো, তার জন্য ইউক্রেন সরকার ও তার পশ্চিমা মিত্ররা যে লক্ষ্য ঠিক করেছে, তা থেকে সরে আসবে না। ১৯৯১ সালে স্বাধীনতা পাওয়ার সময় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইউক্রেনের ভূখণ্ডের যতটা অংশ রাশিয়া অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছে, তার পুরোটাই পুনরুদ্ধার করতে চায় তারা। কিন্তু এই লক্ষ্য খুব শিগগিরই অর্জন হওয়ার নয়। খুব আশাবাদী পূর্বানুমান বলছে, আজভ সাগর পর্যন্ত পৌঁছানোর যে লক্ষ্য নিয়ে ইউক্রেনীয় বাহিনী এগোচ্ছে, সেটা অর্জন করতে আরও কয়েক মাস লেগে যাবে। রাশিয়ার মূল ভূমি থেকে ক্রিমিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার ইউক্রেনীয় বাহিনীর মূল কৌশল নীতি এটা।

ক্রিমিয়া উপদ্বীপকে স্বাধীন করতে হলে এবং দনবাস অঞ্চলকে রাশিয়ার মুঠো থেকে আলগা করতে হলে এই শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে। অবৈধভাবে দখলে নেওয়া চারটি ভূখণ্ডে শক্ত ও কার্যকর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছে রাশিয়া। অন্যদিকে ইউক্রেনের কাছে সামরিক শক্তি অপর্যাপ্ত। এ পরিস্থিতিতে রাশিয়ার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেদ করে এই দুটি লক্ষ্য অর্জন করা খুব সহজ নয়। আর খুব দ্রুত সেটা অর্জিত হওয়ারও নয়। একই সঙ্গে রাশিয়া অধিকৃত ভূখণ্ডে যাঁরা এখনো বাস করছেন, তাঁদের প্রতি কঠোর একটি অবস্থান নিয়েছে ইউক্রেন। দেশটির উপপ্রধানমন্ত্রী ইরিনা ভেরেসচুক সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন, রাশিয়ার অধিকৃত চারটি অঞ্চলে সামাজিক খাতে দেওয়া সুযোগ-সুবিধা তাঁরা যাচাই-বাছাই করবেন। এর মানে হচ্ছে, ওই অঞ্চলে অবসর ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

২০১৪ সালে তথাকথিত স্বঘোষিত পিপলস রিপাবলিক অব দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক ঘোষণার পর একই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। এ প্রেক্ষাপটে ইউক্রেন সরকার এখন যে পদক্ষেপ নিচ্ছে, সেটা যৌক্তিক। সুতরাং, ভিন্ন ভিন্ন পথে মস্কো ও কিয়েভ যার যার মতো করে যুদ্ধের বাস্তবতার মীমাংসা করছে। যুদ্ধ যত দীর্ঘায়িত হচ্ছে, ততই পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে।

জানা অজানা

একদিকে জলবায়ু পরিবর্তন অন্যদিকে গৃহযুদ্ধ

লিবিয়ায় কয়েকহাজার মানুষ নিহত। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে গৃহযুদ্ধও এর অন্যতম কারণ। কত মানুষের মৃৎয়ু হয়েছে এখনো কেউ জানেন না। তবে সরকারিভাবে বলা হচ্ছে অন্তত পাঁচ হাজার ২০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আসল সংখ্যা যার থেকে অনেক অনেক বেশি।লিবিয়ায় বন্যা এবং এর তার ফলে ভয়াবহতা অবশ্যই ঘটেছে। কিন্তু সেই বন্যার ভয়াবহতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা গৃহযুদ্ধ। গদ্দাফি মারা যাওয়ার পর থেকে লিবিয়ায় যা শুরু হয়েছে। লিবিয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে মূলত বন্যার প্রভাব সবচেয়ে বেশি। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, সরকারি হিসেব অনুযায়ী এখনো পর্যন্ত পাঁচ হাজার ২০০ মানুষের মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আসল সংখ্যা এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। শুধুমাত্র উপকূলবর্তী শহর ডেরনাতেই ৯০ থেকে এক লাখ মানুষ বসবাস করেন। সেখানে বহু মানুষ নিখোঁজ। মৃতের সংখ্যা পাঁচ হাজার থেকে বহুগুণ বেশি। লিবিয়ায় রেডক্রসের প্রধান জানিয়েছেন, ''এখনো পর্যন্ত প্রৎযন্ত অঞ্চলে পৌঁছানোই সম্ভব হয়নি।'' তাদের বক্তব্য, কেবল ডেরনাতেই অন্তত ৩০ হাজার মানুষ নিখোঁজ। ডেরনা লিবিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বেনঘাজি থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে। এত ভয়াবহ বৃষ্টিপাত গত ৪০ বছরের মধ্যে দেখেনি লিবিয়া। ডেরনাতে একটি নদী আছে। গরমকালে তা মূলত শুকনোই থাকে। এবছর ওই নদীতে এত বেশি জল যে তার ফলে অন্তত দুইটি সেতু ধ্বংস হয়েছে। কয়েকটি বহুতল বাড়িও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন অবশ্যই এই ঘটনার অন্যতম কারণ। কিন্তু লিবিয়ায় তার প্রভাবে ঘটে যাওয়া বন্যা মোকাবিলা করার মতো কোনো প্রশাসন নেই। দুর্যোগ মোকাবিলা দলের মতো কোনো বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দল সেখানে নেই। এর মূল কারণ গৃহযুদ্ধ। আরব বসন্তের পর লিবিয়ায় যা শুরু হয়েছে। বস্তুত, লিবিয়ায় গদ্দাফির শাসন চলতো। সেই শাসন ফেলে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হয়েছিল লিবিয়ায়। কিন্তু ২০১১ থেকে তা এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

গৌরী কুঞ্জ অনন্তকাল বাংলা ভাষা সাহিত্যের আলো এই ভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্মকে গর্বিত এবং নতুন পথ দেখাবে

সুনীল কুমার দে

শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক - সমাজ সংস্কারক - পরিবেশ প্রেমী শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের ১২৯ তম জন্মজয়ন্তী আজ ১২ ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার,২০২৩ ঘাটশিলা স্থিত মহাপ্রাণের বসত বাটি গৌরী কুঞ্জতে মহাআড়ম্বরের সাথে উত্যাপিত হয়।

গৌরী কুঞ্জ সমিতির পক্ষ থেকে অপরূপ ভাবে সবুজায়ন এবং বাঙ্গালীর অহঙ্কার লেখকের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের চিত্র দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়। জন্মজয়ন্তী উদযাপন আজকের সন্মানীয় অথিতি ঘাটশিলা অনুমন্ডলের এস ডি ও শ্রী সত্যবির রজক, ঝাড়খণ্ড বাংলাভাষী উন্নয়ন সমিতির রাজ্য সভাপতি শ্রী অচিন্তম গুপ্ত, ঘাটশিলা কলেজের প্রচার্য শ্রী আর কে চৌধুরী,জগদীশচন্দ্র হাইস্কুলের প্রধান অধ্যাপিকা শ্রীমতি রিতা মন্ডল,গৌরী কুঞ্জ উন্নয়ন সমিতির সভাপতি শ্রী তাপস চ্যাটার্জি সহ সন্মানীয় অথিতি এবং স্কুল।পড়ুয়ারা লেখকের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্য অর্পণ করে আশীর্বাদ অর্জন করেন। ১২৯ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে লেখকের জিবন কেন্দ্রিক দৃষ্টিনন্দন দেওয়াল চিত্রন উদ্বোধনের সাথে সন্মানিয়রা ১২৯ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়।

সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসতবাটিত আজ গৌরবময় দিয়ে বিশেষ ভাবে ওয়াল ম্যাগাজিন উদ্বোধন হয় এবং গৌরী কুঞ্জ উন্নয়ন সমিতির মাননীয় সভাপতি শ্রী তাপস চ্যাটার্জি মহাশয় লেখকের ব্যবৃহিত - স্মৃতি সমৃদ্ধ দুর্লভ পথের পাঁচালীর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি , বস্ত্র, বিশেষ মুহূর্তের পারিবারিক ছবি, লেখকের স্পর্শ পাওয়া আসবাব পত্র , ওনার রচিত প্রতিটি উপন্যাস সহ বহু কিছু সকলকে দেখান ও অজানা তথ্য ব্যক্ত করেন।

আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ঝাড়খণ্ড বাংলাভাষী উন্নয়ন সমিতির রাজ্য সভাপতি শ্রী অচিন্তম গুপ্ত, যুগ্ম সম্পাদক শ্রী দেবিশঙ্কর দত্ত, করিমসিটি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান সহ বাংলা ভাষার বিপুল জ্ঞানী ডাঃ বৈদ্যনাথ ত্রিপাঠী মহাশয় সহ সন্মানীয়দের সঞ্চালক শ্রী সন্দীপ রায়চৌধুরী মহাশয় সস্রধে অনুষ্ঠান মঞ্চে আহ্বান জানায়, গৌরী কুঞ্জ উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে মাননীয় সভাপতি মহাশয় প্রধান ও বিশেষ অতিথি বৃন্দকে অঙ্গবস্ত্র ও চারা গাছ দিয়ে সংবর্ধিত করেন। শ্রী অচিন্তম গুপ্ত, ডাঃ বৈদ্যনাথ ত্রিপাঠী,শ্রী দেবিশঙ্কর দত্ত,শ্রী সাধুচরণ পাল মহাশয় নিজ বক্তব্যে বিভূতি বাবুর বহু অজানা সামাজিক - মানবিক - পরিবেশ প্রেম ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

আজকের আনন্দময় দিনে আলপনা প্রতিযোগিতার এবং সঙ্গীত প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের অনুষ্ঠান মঞ্চে সন্মানীয় অতিথিরা আশীর্বাদ ও প্রাইজ হতে তুলেছেন।

অভূতুপূর্ব আযাে়জন এবং বহুস্মৃতির সম্ভার গৌরী কুঞ্জ অনন্তকাল বাংলা ভাষা সাহিত্যের আলো এই ভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্মকে গর্বিত এবং নতুন পথ দেখাবে বলে বিশ্বাস করি সেই সঙ্গে স্মৃতি সংরক্ষনের জন্য কুর্নিশ জানাচ্ছি গৌরী কুঞ্জ উন্নয়ন সমিতি ' র সকল সদস্যবৃন্দকে।

স্বত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

উচ্চশিক্ষায় কর্তন প্রস্তাবের বিতর্কে অংশগ্রহণ করে বিধানসভায় জোরালো বক্তব্য বরাক উপত্যকার বিজেপি বিধায়ক কৌশিক রায় এবং কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থের

কংগ্রেস সরকারের আমলে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়ে থাকা বরাক উপত্যকায় সম উন্নয়ন সম বিকাশ সাধন করেছে বিজেপি সরকার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বরাক উপত্যকার শাসকবিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা অর্থাৎ বিজেপি বিধায়ক কৌশিক রায় এবং কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থের জোরালো বক্তব্য বিধানসভা অধিবেশনকে অধিক আকর্ষণীয় করে তোলা পরিলক্ষিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় কর্তন প্রস্তাবের বিতর্কে অংশগ্রহণ করে একদিকে বিজেপি বিধায়ক কৌশিক রায় বলেন কংগ্রেস সরকারের আমলে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়ে থাকা বরাক উপত্যকায় সম উন্নয়ন সম বিকাশ সাধন করেছে বিজেপি সরকার। অন্যদিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজনীতি চলেনা, ফলে মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ।

প্রসঙ্গত অসম বিধানসভা অধিবেশনের তৃতীয় দিন বুধবার প্রশ্নোত্তর কালের পর শিক্ষা বিভাগের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্তন প্রস্তাব উত্থাপন করে বিরোধীপক্ষ। এই বিষয়টি নিয়ে শাসকবিরোধী উভয় পক্ষের বিধায়করা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। শাসক দলের তরফে বিতর্কে অংশ নিয়ে বিধায়ক কৌশিক রায় বলেন উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার ব্যাপক প্রয়াস করছে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগুর নেতৃত্বে এক্ষেত্রে নজিরবিহীন কাজ হয়েছে। রাজ্যে ব্যাপকভাবে অব্যাহত থাকা মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার পদক্ষেপ পূর্বে দেখা যায়নি। বিধানসভায় একসঙ্গে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করার বিল উত্থাপন করেছে সরকার। গত ৭৫ বছরে কোনো বিধানসভার অধিবেশনে নজির বিহীনভাবে একসঙ্গে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল উত্থাপন করা হয়নি বলে দৃঢ় সুরে ঘোষণা করেন তিনি।

বিজেপি বিধায়ক কৌশিক রায় বলেন ১৯৩৭ সালে বরাক উপত্যকার শিলচরে গুরুচরণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কিন্তু এর আগে কোনো সরকার এই মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে উন্নতিকরণের কথা চিন্তাও করেনি। বর্তমান বরাক উপত্যকায় শুধুমাত্র অসম বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাকবাসীকে বহু আন্দোলন করতে হয়েছে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে কোন ধরনের আন্দোলন ছাড়াই গুরুচরণ মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে উন্নতিকরণের পদক্ষেপ নিয়েছে বিজেপি সরকার। এই মহাবিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে তিনি গর্বিত বলে মন্তব্য করেন বিধায়ক কৌশিক রায়। তিনি বলেন সরকার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নানা মহাবিদ্যালয় নির্মাণ করছে। এরমধ্যে রয়েছে নয়টি মহিলা মহাবিদ্যালয় এবং নয়টি আইন মহাবিদ্যালয়।

তিনি বলেন রাজ্যে অব্যাহত থাকা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বরাক উপত্যকায় সমান গুরুত্ব পেয়েছে। পূর্বের কংগ্রেস সরকার এই সম্পূর্ণ এলাকে অবজ্ঞা করেছিল। কিন্তু বর্তমানের বিজেপি সরকার সম উন্নয়ন সম বিকাসের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যজুড়ে ৫২ টি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে এর মধ্যে ৯ টি বরাক উপত্যকার জন্য রয়েছে। একইভাবে রাজ্যের জুড়ে ৯ টি আইন মহাবিদ্যালয় এর মধ্যে একটি উপত্যকায় নির্মাণ করতে চলেছে সরকার। লক্ষ্মীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে একটি মহাবিদ্যালয় নির্মাণ হতে চলেছে। বিধায়ক হিসেবে দুই বছর অতিক্রম করার পরেই তার বিধানসভা কেন্দ্রে যে একটি নতুন মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে সেটা তিনি ভাবতে পারেননি বলে মন্তব্য করেন বিধায়ক কৌশিক রায়। তিনি বলেন ২০২২ সালের নভেম্বরে বরাক উপত্যকায় অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকে এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এরপরে মুখ্যমন্ত্রী ধলাই এবং লক্ষ্মীপুরে একটি করে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার কথা ঘোষণা করেছেন। তাছাড়া শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু রাজ্যের ১২৬ টি বিধানসভা কেন্দ্রে একটি করে উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিল্ডিং নির্মাণ করার জন্য ৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন বলে জানান তিনি।

কৌশিক রায় বলেন পরিকাঠামো বিকাশের জন্য সরকার যে কাজ করছে সেটা অন্য কোনো সরকার কোনদিনও করেনি। কোভিড মহামারীর পর মাধ্যমিক পাস করা ছাত্রছাত্রীরা কোথায় নাম ভর্তি করবে সেটা নিয়ে সংশয় দেখা গেছিল। কারণ পরিকাঠামো সেই অনুপাতে ছিল না। ১৯৪৭ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত লক্ষীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে শুধুমাত্র তিনটি হাই স্কুল ছিল। অথচ বর্তমান সময় পর্যন্ত আরও তিনটি হাই স্কুল নির্মাণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন রাজ্যের মহাবিদ্যালয় গুলো যাতে নাক এর এক্রিডিয়েশন পায় সেক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর ফলে গত শিক্ষক দিবসের দিন রাজ্যের ৯ টি মহাবিদ্যালয় এ প্লাস, ২০ টি মহাবিদ্যালয় এ, ৪২ টি মহাবিদ্যালয় বি প্লাস, ৪৮ টি মহাবিদ্যালয় বি এবং ২৫ টি মহাবিদ্যালয় সি গ্রেড পেয়েছে। রাজ্যজুড়ে মোট ১৪৮৯ এসিস্টেন্ট প্রফেসর নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে।বর্তমান টিউটর হিসেবে নিযুক্তি পাওয়া শিক্ষকদের টিচার হিসেবে উন্নতিকরণের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান বিজেপি বিধায়ক কৌশিক রায়।

অন্যদিকে একই বিতর্কে অংশগ্রহণ করে কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ বলেন নবনির্মিত বিধানসভা ভবন খুবই সুন্দর হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী একজন ভদ্রলোক। কিন্তু কয়েকজন মন্ত্রীর অহংকার রয়েছে। তবে অহংকার পতনের মূল। বিজেপি সরকারের ক্ষেত্রে এমন ভাব দেখানো হচ্ছে যেন ২০১৬ সালের আগে অসমে বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয় ছিলই না। কি পরিস্থিতিতে শিলচরে গুরুচরণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল সেটা ভুলে গেলে চলবে না। গুড এডুকেশন ইজ ফাউন্ডেশন অফ গুড ফিচার বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। কংগ্রেস বিধায়ক বলেন উচ্চশিক্ষার উপর সারা দেশের উপর ভিত্তি করে ২০২০২১ সালে ১৮ থেকে ২৩ বছর বয়সের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চালানো এক সমীক্ষায় দেখা গেছে সারা ভারতে নামভর্তির অনুপাত ২৭.৩ হলেও অসমে রয়েছে ১৭.৩ শতাংশ। এক্ষেত্রে ভারতের রাজ্যের তালিকায় অসম নিচের থেকে চতুর্থ নম্বর রয়েছে বলে জানান তিনি।

কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ বলেন করিমগঞ্জ জেলায় বহু এলাকার রয়েছে যেখানে একটিও মহাবিদ্যালয় বিজ্ঞান শাখা নেই। একই সঙ্গে নেই বাণিজ্য শাখা। অথচ পাথারকান্দি এলাকায় ৮ কিলোমিটার এর মধ্যে তিনটি মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখা শুরু করা হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজনীতি করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। বদরপুর নবীনচন্দ্র মহাবিদ্যালয় বিজ্ঞান শাখা শুরু করার পারফিউম এর দোকানে গিয়ে কিছু না কিনলেও শরীরে সুগন্ধ ছড়ায়। অথচ কয়লার দোকানে গিয়ে কয়লা কিনলেও শরীরে কয়লার গন্ধ থেকে যায়। ফলে রাজ্যে শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন নৃত্যকে গিনিজ রেকর্ডে স্থান দিতে পদক্ষেপ নিয়েছেন সেক্ষেত্রে কারো আপত্তি নেই। কিন্তু একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্ব দিতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ বলেন মানসিকতার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপ নিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে যাতে রাজনীতি না আসে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রত্যেককে নিয়ে চলতে হবে। রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে কাজ করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। তাছাড়া রাজ্যে শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার পাশাপাশি অসমকে সারা ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে স্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারকে প্রত্যেককে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক।

অসমে অধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগুর, বিধানসভায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ১৫৩৩ কোটি টাকা দাবি মঞ্জুরী

রাজীব গান্ধী কোঅপারেটিভ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে কংগ্রেসের সদন ত্যাগ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যে ক্রমান্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়ার স্বার্থে রাজ্যে অধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রযোজনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। তিনি বলেন বর্তমান রাজ্যে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমবর্ধমান ছাত্রছাত্রীদের জন্য জন্য যথেষ্ট নয়। বিধানসভায় বিরোধীপক্ষের উত্থাপন করা উচ্চশিক্ষায় ১৫৩৩ কোটি টাকা দাবি মঞ্জুরী কর্তন প্রস্তাবের সরকারি পক্ষের জবাবে এভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন শিক্ষা মন্ত্রী। তবে রাজ্যের শিক্ষাবিভাগ রাজীব গান্ধী কোঅপারেটিভ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে কংগ্রেস সদন ত্যাগ করেছে।

প্রসঙ্গত অসম বিধানসভা অধিবেশনের তৃতীয় দিন বুধবার প্রশ্নোত্তর কালের পর শিক্ষা বিভাগের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৫৩৩৪.৪৬ লক্ষ্য অর্থাৎ ১৫৩৩ কোটি টাকা দাবি মঞ্জুরী কর্তন প্রস্তাব উত্থাপন করে বিরোধীপক্ষ। এই কর্তন প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে শাসকবিরোধী উভয় পক্ষের বিধায়করা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। অবশেষে সরকারের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন তার দূরদৃষ্টি অনুসারে আগের থেকেই যাবতীয় কার্যসূচী হাতে নেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের নেতা পাওয়ার জন্য অসমবাসী ভাগ্যবান। ১৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রযোজনীয়তা ২৫০০ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তীকালে এই চাহিদা ৪৫০০ মেগাওয়াট পৌঁছাবে বলে অনুমান করে আগের থেকেই ব্যবস্থা নিচ্ছে সরকার। ঠিক একই ভাবে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার অনুমান করেই ইতিমধ্যে ছয়টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিধানসভায় বিল উত্থাপন করা হয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন রাজ্যে বর্তমান ১৯ টি বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে ৯ টি ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়। এবার আরো ৭ টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে। এরমধ্যে ৬ টির জন্য বিধানসভায় বিল উত্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ সবমিলিয়ে রাজ্যে মোট ৩৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় হতে চলেছে। কিন্তু সেই অনুপাতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় ২৫০০ টি আসন থাকলেও ১৫ থেকে কুড়ি হাজার ছাত্রছাত্রী প্রতিবছর আবেদন জানাচ্ছেন। একইভাবে ১০-১৫ হাজার ছাত্রছাত্রী ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আবেদন জানাচ্ছেন অথচ সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ২২০০ টি আসন রয়েছে বলে জানান তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন তাছাড়া প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা এফিলেটেড কলেজের সংখ্যা কমাতে চাইছে সরকার। এক্ষেত্রে অধিক সংখ্যায় মহাবিদ্যালয় থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়কে পৃথকভাবে এক্ষেত্রে মননিবেশ করতে হয়। এর ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রে সময় দিতে পারে না বিশ্ববিদ্যালয় গুলো। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৩০০ টি এফিলেটেড কলেজ রয়েছে বলে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

ডঃ রণোজ পেগু বলেন ২০২২ সালে ২৬৮৪৭৩ ছাত্র ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। এরমধ্যে বহু ছাত্রছাত্রী চিকিৎসা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং মহাবিদ্যালয় নাম ভর্তি করিয়েছে। তাছাড়া একাংশ ছাত্রছাত্রী রাজ্যের বাইরে গিয়ে অধ্যয়ন অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু এরপরেও এক লক্ষ ৭০ হাজার ছাত্রছাত্রী অসমের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে নাম ভর্তি করিয়েছে। একইভাবে ২০২৩ সালে ৩৭৪৩০৯ জন ছাত্রীর ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ এক বছরে পঞ্চাশ হাজার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে প্রতি বছর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যে অধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রযোজনীয়তা রয়েছে। তবে উচ্চশিক্ষায় অধিক আসনের প্রযোজনীয়তা হলেও চিন্তার কোনো প্রযোজন নেই। কারণ রাজ্যে বহু নতুন মহাবিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী জানান রাজ্যের মহাবিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য শাখা পর্যায়ক্রমে শুরু করা হচ্ছে। এর কারণ বিজ্ঞান শাখায় ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কম। করিমগঞ্জ জেলায় বিজ্ঞান শাখা শুরু করা হচ্ছে। বদরপুরেও পর্যায়ক্রমে সেটা শুরু করা হবে। তাছাড়া নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ব্যবস্থার অধীনে প্রতিটি মহাবিদ্যালয়ে সব ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূল।

তিনি বলেন রাজ্যের বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় প্রবক্তার সংখ্যা কম রয়েছে এটা সত্য কথা। কিন্তু এর একটি বিপরীত ছবি রয়েছে। অনেক মহাবিদ্যালয় রয়েছে যেখানে প্রবক্তা থাকলেও ছাত্রছাত্রী নেই। সামর্থ পোর্টেলের মাধ্যমে এবার নাম ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে একটি আসন্ন ব্লক হয়ে থাকেনি। এর আগে উদাহরণ স্বরূপে একজন ছাত্র তিনটি মহাবিদ্যালয়ে তিনটি আসন ব্লক করে রাখতে দেখা যেত। কিন্তু সামর্থ পোর্টালের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান সম্ভব হয়েছে। নাম ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর একই পটালে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের প্রবক্তা এবং কর্মচারীদের প্রোফাইল পূরণ করতে দেওয়া হবে। সেটা হয়ে গেলে রাজ্যের প্রতিটি মহাবিদ্যালয় এর যাবতীয় তথ্য সরকার হাতে চলে আসবে। সেই হিসেবে সরকার পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারবে। জাতীয় শিক্ষানীতিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে। ইউজিসি ইতিমধ্যে প্রতিটি মহাবিদ্যালয়ে প্রবক্তাদের সপ্তাহের ৪০ ঘন্টা সময় অতিবাহিত করা বাধ্যতামূলক করেছে। অর্থাৎ প্রতি দিনে গড়ে সাত ঘন্টা করে সময় মহাবিদ্যালয় কাটাতে হবে শিক্ষক শিক্ষিকাদের। শুধুমাত্র ক্লাস নেওয়া নয় তাদের সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের তরফে মহাবিদ্যালয় গুলোকে এডভাইজারি পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন নতুন যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়া হিসাবে নতুন নতুন বিষয় শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি, কোয়ান্টাম ফিজিক্স, স্কিল প্রফেশনাল পাঠক্রম অন্তর্ভুক্তের প্রযোজনীয়তা রয়েছে। তাছাড়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনলাইন কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ইনফোসিস এর সঙ্গে মৌ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা বিনামূল্যে অনলাইন কোর্স করতে পারবে। মোট ১২০০০ অনলাইন কোর্স রয়েছে বলে জানান তিনি। ডঃ রণোজ পেগু বলেন বর্তমান রাজ্যে বিদ্যালয়ে স্থাপনের ক্ষেত্রে জিও লোকেশন ব্যবহার করা হচ্ছে। একটি মহাবিদ্যালয় এর ৮ কিলোমিটারের দূরত্বের মধ্যে অন্য একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হবে না। তাছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। ফলে এই নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যের কিংবা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বিদেশেও শুরু করা যাবে। দিল্লি আইআইটির ক্যাম্পাস দুবাইয়ে শুরু হচ্ছে। অসমে ক্যাম্পাস শুরু করার জন্য বর্তমান বিদেশের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে বলে জানান তিনি।

কংগ্রেস সরকার আমলে স্থাপন করা রাজীব গান্ধী কোঅপারেটিভ বিশ্ববিদ্যালয় অসম সরকার বন্ধ করে দেওয়ার পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিরোধী পক্ষের বিধায়করা। বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু নিজের বক্তব্য তুলে ধরার সময়ে বিধায়ক অখিল গগৈ সহ কংগ্রেসের বিধায়করা এই বিষয়টি উত্থাপন করে হুলস্থুল পরিবেশে সৃষ্টি করেছেন। শুধুমাত্র রাজীব গান্ধী নাম থাকার জন্য সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন কংগ্রেস বিধায়করা। অবশেষে সরকারের এই পদক্ষেপের প্রতিবাদ জানিয়ে স্বদম ত্যাগ করেন বিধায়ক অখিল গগৈ সহ প্রতিজন কংগ্রেসের বিধায়ক। এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রী বলেন এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলেও কোনো ধরনের অর্থ বরাদ্দ করেনি তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। ভাড়া বাড়িতে সেই বিশ্ববিদ্যালয় চলছিল। অথচ বর্তমানের বিজেপি সরকার প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার সময় ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার পাশাপাশি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করছে। ফলে রাজীব গান্ধী কোঅপারেটিভ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে এর যাবতীয় কর্মচারী এবং পরিকাঠামো নিয়ে শিবসাগর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু।

এদিনের বিধানসভা অধিবেশনে উচ্চশিক্ষায় ১৫৩৩ কোটি টাকা দাবি মঞ্জুরী কর্তন প্রস্তাবের আলোচনায় বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া, বিজেপি বিধায়ক কৌশিক রায়, কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ, বিজেপি বিধায়ক রূপক শর্মা, এআইইউডিএফ বিধায়ক রফিকুল ইসলাম, অগপ বিধায়ক রমেন্দ্রনারায়ণ কলিতা, বিজেপি বিধায়ক সুমন হরিপ্রিয়া, কংগ্রেস বিধায়ক দিগন্ত বর্মন, ইউপিপিএল বিধায়ক গোবিন্দ বসুমতারি, সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার, বিপিএফ বিধায়ক দুর্গাদাস বড়ো, অগপ বিধায়ক পৃথ্বীরাজ রাভা, নির্দলীয় বিধায়ক অখিল গগৈ, বিজেপি বিধায়ক রূপজোতি কুর্মি, কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদার, এআইইউডিএফ বিধায়ক আশরাফুল হোসেন প্রমুখ অংশগ্রহণ করেছেন।

অসম চুক্তি রুপায়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রী অতুল বরা কংগ্রেস সরকারের ভুল দেখিয়ে দেওয়ার পরেই প্রতিবাদ জানিয়ে আচমকা কংগ্রেস দলের সদন ত্যাগ

তবে এক দুই মিনিটের মধ্যেই ফের বিধানসভায় প্রবেশ বিরোধী দলটির

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ কংগ্রেস বিধায়িকা শিবা মনি বরা অসম চুক্তি রুপায়ন সংক্রান্তে এক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। এর জবাবে মন্ত্রী অতুল বরা এই সংক্রান্তে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের ভুলের কথা উল্লেখ করেন। এরপরেই তেলে বেগুনি জ্বলে উঠে কংগ্রেস দলের বিধায়করা স্বজন ত্যাগ করেন। তবে এক দুই মিনিটের মধ্যেই ফের বিধানসভায় প্রবেশ করে বিরোধী দলটি। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিধানসভায় এক ভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া উল্লিখিত হয়েছে। বিধানসভা অধিবেশনের তৃতীয় দিন বুধবার প্রশ্নোত্তর কালে কংগ্রেস বিধায়িকা শিবা মনি বরা অসম চুক্তি রুপায়ন সংক্রান্তে এক প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন বিপ্লব কুমার শর্মা আযোগের প্রতিবেদন অক্ষর অক্ষরে পালন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কিন্তু বিজেপি সরকার সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে বিফল হয়েছে। কবে পর্যন্ত অসম চুক্তির প্রতিটি দফা রুপায়ন হবে সেটা সরকার থেকে জানতে চান তিনি। এর জবাবে অসম চুক্তি রুপায়ন মন্ত্রী অতুল বরা বলেন ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত বিদেশী নাগরিকদের বিরুদ্ধে রাজ্যে গণআংেদালন শুরু হয়েছিল। এর ফলে ৮৫৫ জন ব্যক্তি শহীদ হয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি কংগ্রেসের নাম জড়ানোর ফলে সঙ্গে সঙ্গেই দলটির প্রতিদান বিধায়ক নিজের আসনে দাঁড়িয়ে হুলুস্থুল পরিবেশের সৃষ্টি করেন। মন্ত্রী বলেন সেই সময় দিল্লি থাকা কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার আংেদালনকারীদের কাছে নতি স্বীকার করে এই চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিল। এরপর ১৯৮৫ এবং ১৯৯৬ সালে রাজ্যে অসম গণপরিষদের সরকার গঠন হয়েছিল। একইভাবে ২০০১-২০১৫ সাল পর্যন্ত তিনবার রাজ্যে কংগ্রেস সরকার গঠন করে ক্ষমতায় ছিল। এক্ষেত্রে কংগ্রেসের হাতে প্রচুর সময় ছিল বিদেশি নাগরিকদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কিন্তু কংগ্রেস সরকার সেটা করেনি বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন মন্ত্রী অতুল বরা। মন্ত্রীর বক্তব্যের পরেই সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে কংগ্রেস। দলটির প্রতিদান বিধায়ক নিজের আসনে দাঁড়িয়ে সরকারের বিরুদ্ধে নিজেদের ক্ষোভ দেওয়া অব্যাহত রাখেন। অবশেষে এর প্রতিবাদ জানিয়ে কংগ্রেসের প্রতিজন বিধায়ক বিধানসভা ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে যান। তবে এক দুই মিনিট এর মধ্যেই কংগ্রেস বিধায়করা পুনরায় বিধানসভায় প্রবেশ করে নিজের আসন গ্রহণ করেন।

বিধানসভা অধিবেশনের প্রশ্নোত্তর কাল শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে পরিপূরক প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ হাতছাড়া বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তীর

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ শিলচর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী এদিনের বিধানসভা অধিবেশনে পরিপূরক প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ পেলেন না। মূলত বরাক উপত্যকায় থাকা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের কেন্দ্রের ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন তিনি। কিন্তু পরিপূরক প্রশ্ন করার সময় অল্প বলার পরেই প্রশ্নোত্তর কাল শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি। প্রসঙ্গত অসম বিধানসভা অধিবেশনের তৃতীয় দিন বুধবার প্রশ্ন উত্তর পর্বে শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তীর প্রশ্ন ১০ নম্বরে তালিকাভুক্ত ছিল। এদিনের অধিবেশনের প্রশ্নোত্তর কালে যে সময় দীপায়ন চক্রবর্তীর প্রশ্ন করার সময় হয় তখন সময় সকাল প্রায় সাড়ে দশটা। ফলে পরিপূরক প্রশ্ন হিসাবে তিনি শুধু বলতে পেরেছেন যে বরাক উপত্যকায় বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ৩০ শতাংশ। ফলেই জনগোষ্ঠীর কেন্দ্রের ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্তি হওয়া প্রযোজন। বর্তমান এই বিষয়টি কি পরিস্থিতিতে রয়েছে এই কথা বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি বেল বাজিয়ে প্রশ্নোত্তর কাল শেষ হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। তবে বিধায়কের প্রশ্নের লিখিত জবাব এ সোসিয়াল জাস্টিস এন্ড এম্পাওয়ারমেন্ট বিভাগের মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা জানান বরাক উপত্যকায় থাকা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের কেন্দ্রের ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। ইতিমধ্যে এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সোসিয়াল জাস্টিস এন্ড এম্পাওয়ারমেন্ট মন্ত্রকের কাছে প্রস্তাব জমা রয়েছে।

মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অসম স্বনির্ভর হতে চলেছে বলে ঘোষণা মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের

গত সাত বছর বিজেপি সরকারের আমলে রাজ্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ মাছ খেতে ভালোবাসা লোকের অভাব নেই। আমিষ খাদ্যের মধ্যে বাঙালিদের সবথেকে জনপ্রিয় হচ্ছে মাছ। এবার মাছ সংক্রান্ত এক সুখবর শোনা গেল। মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অসম স্বনির্ভর হতে চলেছে বলে ঘোষণা করলেন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। তিনি বলেছেন গত সাত বছর বিজেপি সরকারের আমলে রাজ্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য অসম বিধানসভা অধিবেশনের তৃতীয় দিন বুধবার প্রশ্ন উত্তর পর্বে রাজ্যে মাছের উৎপাদন সংক্রান্তে কংগ্রেস বিধায়ক আবুল কালাম রশিদ আলমের এক প্রশ্ন তালিকাভুক্ত ছিল। তবে তিনি বিধানসভায় অনুপস্থিত থাকার জন্য কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদার তার হয়ে পরিপূরক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন মীন বিভাগ রাজ্যে কতটুকু সফল অসফল কিংবা এই বিভাগের মাধ্যমে কি ধরনের প্রকল্প, পদক্ষেপ হাতে নেওয়া হয়েছে প্রতিটি তথ্য রাজ্যবাসীর জানা উচিত। হাতে নেওয়া প্রকল্পগুলো রুপায়ন হচ্ছে কি নয় কিংবা শুধুমাত্র প্রকল্প হয়েই থেকে গেছে, রাজ্যের বাইরের থেকে কত মাছ অসমে আনা হচ্ছে প্রতিটি বিষয়ে জানতে হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক জেলায় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে মীন বিভাগের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক আযোজন করার জন্য মন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদার। এর জবাবে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য বলেন ২০১৬ থেকে তিনি এই বিভাগের দায়িত্ব রয়েছেন। গত সাত বছরে রাজ্যে মাছের উৎপাদন বেড়েছে। মাছের ক্ষেত্রে রাজ্য স্বনির্ভর হতে চলেছে। কোভিড মহামারীর দুই বছরে রাজ্যবাসী বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ পেয়েছে। বর্তমান লোকেল কিংবা স্থানীয় মাছ রাজ্যের প্রত্যেক বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। তবে গুয়াহাটি মহানগরে চালানি মাছ আসা সত্য কথা। কিন্তু চালানি মাছের সরবরাহের ক্ষেত্রে মহানগরকে শুধুমাত্র করিডোর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গুয়াহাটি থেকে চালানি মাছ মিজোরাম মেঘালয় ইত্যাদি রাজ্যে যাচ্ছে। রাজ্যে মাছের উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য।

নেইমারের গোলের রেকর্ড স্মরণীয় করে রাখতে ৭৮ জোড়া বিশেষ বুট

প্যারিস ঃ (ওয়েবডেস্ক) ঃ ব্রাজিলের হয়ে ফিফা অফিশিয়াল ম্যাচে গত শনিবার পেলেকে টপকে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড গড়েন নেইমার। তাঁর এই অর্জনকে স্মরণীয় করে রাখতে ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান পিউমা ৭৮ জোড়া বিশেষ বুট তৈরি করেছে। ক্যারিয়ারে যেসব মানুষ নানাভাবে নেইমারকে সাহায্য করেছেন, এসব বুট তাঁদের উপহার হিসেবে দেবেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।

২০২৬ বিশ্বকাপের দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বে গত শনিবার বলিভিয়াকে ৫-১ ব্যবধানে বিধ্বস্ত করার ম্যাচে জোড়া গোল করেন নেইমার। ব্রাজিলের হয়ে পেলের সর্বোচ্চ ৭৭ গোলের রেকর্ড টপকে নতুন রেকর্ড গড়েন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।

প্রশ্ন জাগতে পারে, নেইমার এই অর্জন যদি স্মরণীয়ই করে রাখতে চান তাহলে ৭৮ জোড়া বুট কেন, গোলসংখ্যার স্মারক হিসেবে আরেক জোড়া বুট বেশি বানালে এমন কী হতো? যেহেতু ব্রাজিলের হয়ে ফিফা আন্তর্জাতিক ম্যাচে নেইমারের গোলসংখ্যা ৭৯। এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছে ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম 'গ্লোবো'। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, পেলের চেয়ে একটি গোল বেশি-এটাকে ধরেই ৭৮ জোড়া বুট বানানো হয়েছে।

গ্লোবো জানিয়েছে, বন্ধুবান্ধব, কোচ, সাবেক ও বর্তমান সতীর্থদের এসব বুট উপহার দেবেন নেইমার। প্রতি জোড়া বুট তাঁর একেকটি গোলের স্মারক হিসেবে দেওয়া হবে। আর এর বাইরে আরও এক জোড়া বিশেষ বুট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে র‍্যাফেল ড্রয়ের মাধ্যমে বিজয়ীর হাতে তুলে দেওয়া হবে। 'এনজেডআর ৭৮ ফিউচার' নামের এই বুট মূলত সাদা রঙের। পিউমার সোনালি রঙের ছাপও রাখা হয়েছে বুটে

নেইমারের জীবনের ১০টি স্মরণীয় মুহূর্তকে স্মারক হিসেবে এই বুটে ১০টি বিশেষ আইকনও ব্যবহার করা হয়েছে। তরুণ বয়সের নেইমারকে আঁকা হয়েছে ডান পায়ের বুটে। বাঁ পায়ের বুটে আঁকা হয়েছে বর্তমান নেইমারকে। ছবি দুটির পাশে একটি কথাও লেখা হয়েছে, 'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় না।' বুটের সামনে নেইমারের স্বাক্ষরও আছে। ছোটবেলায় নেইমার যখন পেশাদার ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন, তখন নিজের নোটবইয়ে সই করার চর্চা করতেন। সেই সই সংযুক্ত করা হয়েছে বিশেষ এই বুটে। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে এ পর্যন্ত দুই ম্যাচ খেলেছে ব্রাজিল। জিতেছে সব কটিই আর এই দুই ম্যাচেই খেলেছেন নেইমার। গোল পেয়েছেন দুটি। ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলে বাছাইয়ের টেবিলে শীর্ষে ব্রাজিল।

এবার ৪২ ওভারে নেমে এল পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ

কোলম্বো ঃ বৃষ্টিতে ম্যাচটি ৪৫ ওভারে নেমে এসেছিল আগেই। আরেক দফা বৃষ্টির পর এশিয়া কাপে সুপার ফোরে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার ম্যাচটি নেমে এসেছে ৪২ ওভারে। এর আগে ২৭.৪ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৩০ রান তুলেছিল পাকিস্তান। শ্রীলঙ্কার বোলিং আক্রমণের সামনে ধুঁকছিল তারা।

বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে অপরাজিত ছিলেন মোহাম্মদ রিজওয়ান, তিনি ব্যাটিং করছিলেন ২২ রানে। বিরতির ঠিক আগে আউট হন মোহাম্মদ নেওয়াজ। টসে জিতে আগে ব্যাটিং করছে পাকিস্তান।

৪২ ওভারে নেমে আসার পর ৩ জন বোলার করতে পারবেন ৮ ওভার করে। দুজন করতে পারবেন ৯ ওভার করে।

এ ম্যাচ শুরুর আগে থেকেই বাগড়া দিয়েছে বৃষ্টি। বৃষ্টিতে এর আগে নির্ধারিত সময়ে হতে পারেনি টস। বিকেল ৩টার একটু আগে সিদ্ধান্ত হয়, আর বৃষ্টি না হলে সাড়ে ৩টায় টস হবে। আর খেলা শুরু হওয়ার কথা ছিল ৩-৪৫ মিনিটে। কিন্তু আবারও বৃষ্টি শুরু হওয়ায় অপেক্ষা বাড়ে। এরপর বিকেল ৫-১০ মিনিটের দিকে বৃষ্টি থামে। মাঠ পর্যবেক্ষণের পর খেলা শুরুর সময় জানান আম্পায়াররা। ম্যাচ শুরু হয় বাংলাদেশ সময় ৫-৪৫ মিনিটে। কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের এ ম্যাচটি কার্যত সেমিফাইনাল। সুপার ফোরে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা দুই দলকেই হারিয়ে আগেই ফাইনাল নিশ্চিত করেছে ভারত। আজকের ম্যাচে যারা জিতবে, তারা আগামী ১৭ সেপ্টেম্বরের ফাইনালে ভারতের সঙ্গী হবে। বৃষ্টিতে ভেসে গেলে ফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাবে পাকিস্তানের। সে ক্ষেত্রে নেট রানরেটে এগিয়ে থাকায় ফাইনাল খেলবে শ্রীলঙ্কা। ফাইনালের দৌড় থেকে বাংলাদেশ ছিটকে গেছে আগেই।

'ফিফটি ফিফটি' ম্যাচে চাপ পাকিস্তানের ওপর

কোলম্বো ঃ যে আগ্রহ নিয়ে এশিয়া কাপের এ পর্বের ম্যাচগুলো আমরা বাংলাদেশ থেকে দেখছিলাম, গত পরশুর ম্যাচে সেটি শেষ হয়ে গেছে। শ্রীলঙ্কার কাছে ভারত হারলে তবুও একটা সুযোগ থাকত বাংলাদেশের। ফলে এই প্রথম একটা ম্যাচ দেখব, যেখানে বাংলাদেশের কোনো সম্ভাবনার সমীকরণ নেই। আমাদের কতটুকু আকর্ষণ করবে, সেটি প্রশ্ন।

কিন্তু ম্যাচটা শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ, এ নিয়ে সংশয় নেই। পাকিস্তান এশিয়া কাপে এসে যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলছিল, সেখানে শ্রীলঙ্কাকে খুব কঠিন প্রতিপক্ষ না মনে করলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকত না। কিন্তু এখন শ্রীলঙ্কা যেভাবে খেলছে এবং ভারতের কাছে এমন হারের পর পাকিস্তান আস্থাহীনতায় ভুগতেই পারে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দুই পেসার নাসিম শাহ ও হারিস রউফের চোট।

এরপরও পাকিস্তান এখনো শক্তিশালী। কিন্তু শ্রীলঙ্কাকে কখনোই হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। ওদের হয়তো আলাদা করে তেমন বড় মাপের খেলোয়াড় নেই কিন্তু যাঁরাই আছেন, তাঁরা এত গুছিয়ে খেলেন, রিসোর্সের এত ভালো ব্যবহার করেন, এত ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে খেলেন-এটিই বোধহয় সবচেয়ে বড় শক্তি। পাকিস্তানকে ভারত ওভাবে হারিয়েছে, এরপরও সেই ভারতের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কা কিন্তু একইভাবে খেলেছে জেতার জন্যই। সুযোগ পেলেই ভারতকে চাপে ফেলেছে। ওদের ইতিবাচক মানসিকতা আজও দেখতে পাব বলে মনে হয়। আলাদা করে নজর থাকবে ভারতের বিপক্ষে দুর্দান্ত করা দুনিত ভেল্লালাগের ওপরও। অন্যদিকে পাকিস্তান কিছুটা চাপের মুখে কেমন খেলে, সেটি দেখা যাবে। আমার ধারণা, বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার চেয়ে ভালো দল। বিশ্বকাপেও যেমন ওরা বাছাইপর্বে পেরিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশ সরাসরি। দলীয় শক্তি, ব্যক্তিগত রেকর্ডেও শ্রীলঙ্কার চেয়ে বাংলাদেশ ভালো কিন্তু মাঠে শ্রীলঙ্কা সুযোগ কাজে লাগায়, খেলাটা পক্ষে না থাকলেও নিজেদের দিকে নিয়ে আসে, এমন অনেক উদাহরণ দেখি। এটিই বাংলাদেশের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার পার্থক্য গড়ে দেয়। এটি দল-সংশ্লিষ্ট সবারই খেয়াল করা উচিত। কেন শ্রীলঙ্কা মাঠে বাংলাদেশের চেয়ে ভালো খেলে।

আজ সম্ভবত আগের ম্যাচের মতোই একটা উইকেট দেখব। এ ধরনের উইকেটে শ্রীলঙ্কার অনেক খেলার অভিজ্ঞতা, ওদের বোলিং শক্তিমত্তার সঙ্গেও স্বাভাবিকভাবেই যায়। অন্যদিকে পাকিস্তানের বোলিং পেস নির্ভর, স্পিন সেভাবে কার্যকর হতে দেখিনি। এ ধরনের উইকেটে শ্রীলঙ্কাই বাড়তি সুবিধা পাবে।

আরও একটি কথা বলা যায়, এ টুর্নামেন্ট থেকে শ্রীলঙ্কা অনেক আত্মবিশ্বাস নিয়ে বিশ্বকাপে যাবে। সে সুযোগ বাংলাদেশেরও ছিল কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি। অনেক চাপে থেকে শ্রীলঙ্কা বাছাইপর্ব পেরিয়ে এসেছে অনেকগুলো ম্যাচ জিতে। এ টুর্নামেন্টেও যে ক্রিকেট খেলেছে, সেটি ইতিবাচক।

আমার মনে হয়, এ ম্যাচের ফল অনুমান করা বেশ কঠিন। কাগজে-কলমে পাকিস্তান শক্তিশালী, সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীলঙ্কার ডিসিপ্লিনড ক্রিকেটকে অনেক সম্মান করি আমি। প্রতিপক্ষ দলের ওপর যেভাবে চাপ তৈরি করে, সুযোগ পেলেই সেটি কাজে লাগায়। এ কারণে তাদের কোনোভাবেই পিছিয়ে রাখার সুযোগ নেই। তবে চাপ একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হতে যাচ্ছে। এ দল নিয়েও ফাইনালে যেতে পারবে না, সেই মানসিকতা নিয়ে হয়ত পাকিস্তান আসেনি। ফলে তারা চাপে থাকবে। ভালো একটা শুরু দিয়ে যদি সে চাপ উতরে যেতে পারে, তাহলে ভিন্ন কথা। নাহলে এটা ফিফটি-ফিফটি ম্যাচই।

সাকিব বললেন, 'কিছু হয় নাই তো!'

কোলম্বো ঃ (ওয়েবডেস্ক) ঃ জিম শেষ করে রুম গিয়েছিলেন। রুমে অনেকটা সময় বিশ্রাম নিয়ে নামলেন সিনামন হোটেলের লবিতে। কিন্তু লবি তো নয়, যেন প্র্যাকটিস উইকেট! আর সাকিব আল হাসান সেখানে এসেছেন ব্যাটিং প্র্যাকটিস করতে। সেই ব্যাটিংও আবার এলোপাতাড়ি, শেষ ৫ ওভারে ৬০-৭০ রান লাগে, এ রকম একটা ধুন্ধুমার পরিস্থিতিতে। সামনে যে বলই আসুক, হুক-পুল ছাড়া কথা নেই। বল কোথায় গেল, কার গায়ে লাগল, দেখার সময় নেই। পরের বলে চোখ এবং আবারও উড়িয়ে মারার চেষ্টা। বোলার কারা, সেটাও এবার বলে দিই-বাংলাদেশ ও ভারত থেকে কলম্বোতে এশিয়া কাপ কাভার করতে আসা কয়েকজন সাংবাদিক। আগামীকালের ভারত ম্যাচকে সামনে রেখে সাকিব আজ সংবাদ সম্মেলনে কী কী বলেছেন, সেটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে মোটামুটি জেনে গেছেন। মূল বক্তব্য-আনুষ্ঠানিকতা রক্ষার ম্যাচ হলেও এই ম্যাচে ভারতকে হারাতে চায় বাংলাদেশ। সাকিবের কথায়, 'যদি শেষ ম্যাচও জিতে দেশে যেতে পারি অবশ্যই আমাদের জন্য ভালো দিক হবে। এই ম্যাচ থেকে অন্য কিছু চাই না। এই ম্যাচ থেকে শুধু জিততেই চাই।' এটাই তো স্পিরিট হওয়া উচিত। খেলায় আবার আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা কী! হয় জিত, না হয় হার। সব কিছুর একটা ভবিষ্যৎ পরিণতি থাকতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। আপনি এই মুহূর্তে একটা বড় কিছু করে সঙ্গে সঙ্গে সেটা উদ্‌যাপন করে পরক্ষণেই আবার তা ভুলে যেতে পারেন। কিন্তু ভুলে গেলেও ভবিষ্যতে কোথাও না কোথাও এই সাফল্য আপনাকে বাড়তি শক্তি জোগাবে। কাজেই ভারতকে হারালে বাংলাদেশ এশিয়া কাপের ফাইনালে যাবে না ঠিক আছে, কিন্তু তাতে যে টনিকটা পাওয়া যাবে, সেটারও একটা মূল্য থাকবে। তো এমন ম্যাচের আগের দিনে বাংলাদেশ দল আজ অনুশীলনই করেনি। সাকিব হয়তো সে কারণেই ভাবলেন, হোটেল লবিতে ভিড় করা সাংবাদিকদের নেট বোলার বানিয়ে সেখানেই 'ব্যাটিং প্র্যাকটিস'টা সেরে নেবেন। প্রথম প্রশ্নেই প্রশ্নকর্তাকে দুই বাক্য বলার পর থামিয়ে দিয়ে সাকিবের পাল্টা প্রশ্ন, 'প্রশ্নটা কালকের ভারত ম্যাচ নিয়েই তো?' প্রশ্ন কর্তা 'হ্যাঁ' বলে বাকি প্রশ্ন শেষ করলেন, যার মূল বক্তব্য, দ্বিপক্ষীয় সিরিজে বাংলাদেশ তো বিভিন্ন সময়ে ভারতকে হারিয়েছে। কিন্তু কালকের ম্যাচটা হচ্ছে একটা টুর্নামেন্টের আবহে। সাকিবই যেহেতু শ্রীলঙ্কার কাছে হারের পর বলেছিলেন, বাংলাদেশ বড় টুর্নামেন্টে ভালো খেলে না, এখন এশিয়া কাপের ভারত ম্যাচটাকে তিনি কীভাবে দেখছেন? সাকিব জবাব দিলেন, 'এটা তো খেলার পরই বুঝব। খেলার আগে কীভাবে বলি?' তবে পরে যোগ করেছেন, 'আমরা চাইব, জেতার জন্য যতটা সম্ভব ভালো খেলা যায়। বাকিটা আসলে খেলার পর আপনারাই বুঝতে পারবেন।' বিশ্বকাপ সামনে রেখে নিউজিল্যান্ড সিরিজে কিছু ক্রিকেটারকে বিশ্রাম দিতে চাওয়ার কথা এর আগে সাকিবই বলেছিলেন। এরপর গত কয়েক দিনে সে রকম একটা সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছে টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু আজ এ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সাকিবের পাল্টা প্রশ্ন, 'কে এটা নিয়ে আলোচনা করেছে আপনার সঙ্গে? শোনা কথা আমাকে বলবেন না। কংক্রিট নিউজ থাকলে বলেন।' এশিয়া কাপের পারফরম্যানস বিশ্বকাপে প্রভাব ফেলতে পারে কি না, এমন প্রশ্নেও সাকিব নৈর্ব্যক্তিক, 'পারে (প্রভাব ফেলতে), আবার না-ও পারে।' সাকিব হয়ত ঠিকই বলেছেন। তিনি তো আর জ্যোতিষি নন যে আগেই জেনে যাবেন, কোনটার প্রভাব পড়বে আর কোনটার প্রভাব পড়বে না। তবে জ্যোতিষি না হলেও অধিনায়ক তো! তাঁর দলটা কেমন, তারা কিসে ধাক্কা খায় আর কিসে খায় না, সেটা সবচেয়ে ভালো জানার কথা অধিনায়কেরই। ভারত ম্যাচে মুশফিকুর রহিমের না থাকা নিয়ে অবশ্য বিস্তারিতই বলেছেন অধিনায়ক। তাঁর কথা হলো, দলে অন্য যাঁরা আছেন, তাঁরাও জাতীয় দলে খেলার যোগ্য বলেই আছেন। অভিজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা এখানে বড় বিষয় নয়। দল হিসেবে খেলতে পারাটাই আসল। সাকিবের বিশ্বাস, 'ব্যক্তিগতভাবে সবাই যদি যার যার জায়গা থেকে কাজ করতে পারে, দল হিসেবে তখন আমাদের ভালো করার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। সব ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সগুলো একত্র করতে পারলে আমরা হয়ত ভালো করতে পারব। আমি জানি কেউ তার জায়গা থেকে একটুও কম কাজ করবে না, যেটাতে সে বিশ্বকাপে ভালো করতে না পারে। আমি আশাবাদী আমাদের দল ভালো করবে বিশ্বকাপে।'

সংবাদ সম্মেলনে এর আগে-পরে যা হলো, সবই মারমার কাটকাট। কে জানে, সাকিব হয়তো আজ সংবাদ সম্মেলনে আসতেই চাননি। সে জন্যই প্রায় সব প্রশ্নে এমন পাল্টা আক্রমণে গেলেন। অবশ্য সংবাদ সম্মেলন শেষ করেও এক ঘণ্টার মতো তিনি হোটেল লবিতেই ছিলেন। স্পিন কোচ রঙ্গনা হেরাথের নিয়ে আসা কয়েকজন অতিথির সঙ্গে মিটিংয়ের মতো কিছু একটা করলেন। তারপর যখন রুমে ফিরে যাচ্ছিলেন, হাতে বুকলেট জাতীয় কিছু কাগজপত্র। ঘণ্টাখানেক ধরে দমিয়ে রাখা কৌতূহলটা তখনই প্রকাশ করলাম সাকিবের কাছে। 'আজ আসলে হয়েছিলটা কী? একটু যেন রেগে রেগে উত্তর দিলেন প্রেস কনফারেন্সে...।' প্রশ্নটা শুনে সাকিব যেভাবে হেসে দিলেন, মনেই হলো না ঘণ্টাখানেক আগে ও রকম একটা ঝোড়ো প্রেস কনফারেন্স তিনি করেছেন, যেখানে প্রায় কোনো 'বল'কেই ঠিক 'বলে'র মর্যাদা দেননি। সেই রুদ্র চেহারার সাকিবই এবার মুখে চওড়া হাসি ছড়িয়ে বললেন, 'কোথায় রাগলাম!? কিছু হয় নাই তো! সব ঠিক আছে...।' তার মানে 'ব্যাটিং প্র্যাকটিসে' সন্তুষ্ট সাকিব। ভারতের বোলাররা-আপনারা সাবধান!

খ্রিস্টান ধর্ম কখন এবং কেন খতনা প্রথা ত্যাগ করেছে?

উরুগুয়ে (ওয়েবডেস্ক): জন্মের অষ্টম দিনে প্রত্যেক ইহুদি ছেলে নবজাতকের মতো যিশুর খতনা করা হয়েছিল। কিন্তু এই প্রথাটি তার অনুসারীরাই পরে পরিত্যাগ করেছে। ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের প্রার্থনা করার ধরণও অনেকটা একই রকম। যেমন দলবদ্ধ হয়ে প্রার্থনা করা। খ্রিস্টানরা যেটিকে ক্রিসমাস বা বড়দিন বলে সেটিকে ইহুদিরা বলে হানুক্কা। খ্রিস্টানদের ইস্টারকে ইহুদিরা বলে পাসওভার। এসব দিন খ্রিস্টান এবং ইহুদিরা একই তারিখে পালন করা।

খ্রিস্টানরা কেন বাচ্চা ছেলেদের খতনা করে না তার উত্তর বাইবেলে আছে।

নিউ টেস্টামেন্ট বা বাইবেলের দ্বিতীয় সংস্করণ অনুসারে খত্না নিয়ে ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে বিবাদ দেখা দিয়েছিল ৫০ সালের দিকে এবং এর প্রধান ভূমিকায় ছিলেন সেইন্ট পল এবং সেইন্ট পিটার। এই বিষয়ে তারাই জোরদার ভূমিকায় ছিলেন।

গির্জার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক সংঘাত ছিল এই খতনা নিয়ে, বলেছেন মিগুয়েল পাস্তোরিনো। যিনি একাধারে উরুগুয়ের ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মদর্শন এবং দার্শনিক নৃতত্ত্বের অধ্যাপক, ধর্মতত্ত্বের স্নাতক, দর্শনের ওপর পিএইচডি ডিগ্রীধারী এবং প্রাক্তন পুরোহিত।

সেইন্ট পল সে সময়ে কোন সেইন্ট ছিলেন না, শুধু টারসাসের পল ছিলেন। অর্থাৎ তিনি টারসাসের খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারক ছিলেন।

রোমান ক্যাথলিকদের মতে যিনি কঠোরভাবে খ্রিষ্টান ধর্মের নির্দেশনা মেনে চলেন, খ্রিষ্টীয় জীবন রীতি অনুসরণ করেন, চার্চে থাকেন তাদেরকে সেইন্ট বলা হয়। তবে পলের একজন ফারিশি হওয়ার কথা ছিল। ফারিশি বলতে মোজেস (যিনি ইসলামে মুসা নবী হিসেবে পরিচিত) প্রণীত আইনের রক্ষক বোঝানো হয়েছে। বাইবেলের মতে, তিনি সারা বিশ্বে মেসাইয়াহ বা ত্রাণকর্তার বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যিশুর শিষ্যদেরকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়েছেন।

টারসাসের পল মূলত গ্যালিলির পিটার, নাজারেথের যিশু এবং ইহুদি ধর্মের অন্যান্য প্রচারকদের মতো ছিলেন। তারা একসাথে ইহুদি খ্রিস্টানদের একটি দল তৈরি করেছিলেন। ওই দলের ছেলেদের খতনা করানো হতো। তখন পর্যন্ত ইহুদি ধর্মই ছিল একমাত্র একেশ্বরবাদী ধর্ম। গ্রীক, রোমান এবং মিশরীয়রা সে সময় একাধিক দেবদেবীতে বিশ্বাস করত।

ইহুদি অনুসারীদের উদ্দেশ্যে ইলোকিম (ঈশ্বর) আব্রাহামকে (ইসলাম ধর্মে নবী ইব্রাহিম) বলেছিলেন, এটি আমার অঙ্গীকার যা আপনাকে অবশ্যই রাখতে হবে। আপনার, আমার এবং আপনার বংশধরদের মধ্যে থাকা প্রত্যেক পুরুষের অবশ্যই খতনা করতে হবে।

ইহুদি ছাড়াও, মুসলমানরা ‑ যারা নবী ইব্রাহিমকে বিশ্বাস করেন ‑ আজও এই প্রথা অব্যাহত রেখেছে।

যদিও খত্নার বিষয়ে কুরআনে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এ বিষয়ে হাদিসে (নবী মুহাম্মদের বাণী) বর্ণিত আছে।

ইতিহাসে খতনা

ছেলের যৌনাঙ্গের সামনের চামড়া কেটে অপসারণ করাকে খত্না বলে। ওই চামড়া দিয়ে যৌনাঙ্গের অগ্রভাগ ঢেকে দেয়া হয়। এটি এমন এক আচার যা ধর্মের মাধ্যমে শুরু হয়নি। বরং এর শুরু হয়েছে আরও অনেক আগে। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম অস্ত্রোপচার পদ্ধতি এবং ধারণা করা হয় প্রায় ১৫,০০০ বছর আগে মিশরে এই প্রথা উদ্ভূত হয়েছিল। যদিও এনিয়ে স্পষ্ট কোন তথ্য মেলেনি। শিশু বিশেষজ্ঞ বা পেডিয়াট্রিক সার্জন এবং গবেষক আহমেদ আল সালেমের লেখা অ্যান ইলাস্ট্রেটেড গাইড টু পেডিয়াট্রিক ইউরোলজি বইয়ে এমন তথ্য পাওয়া যায়। আল সালেম তার বইতে ব্যাখ্যা করেছেন, অনেকে স্বাস্থ্যবিধি বা পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি বিবেচনা করে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আচার অনুষ্ঠান পালন করার জন্য, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করতে, সেইসাথে সাংস্কৃতিক পরিচয়ের চিহ্ন হিসাবে খতনাকে তাদের সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

ধর্ম জীবনযাত্রার প্রতিটি বিষয়কে পরিচালনা করে। স্বাস্থ্যকর চলাফেরা থেকে শুরু করে খাদ্য, যৌনতা, রাজনীতি সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে ধর্মচর্চা।

ধর্মীয় ব্যবস্থাগুলো একসাথে জন্ম নিয়েছিল কারণ অন্য সবকিছুই সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত হতো। এবং প্রাচীনকালে ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আলাদা করা কঠিন ছিল।

‘স্বাস্থ্যবিধি’ মেনে চলার ওপর যখন তারা আইন প্রণয়নের কথা ভাবছিল তখন তারা ধর্মীয়ভাবে এই আইন তৈরি করে।

‘কারণ আইনটি ঈশ্বরের আইন ছিল, অন্য কিছু ছিল না, ব্যাখ্যা করেন দার্শনিক ও পুরোহিত পাস্তোরিনো।

এই দৃষ্টিভঙ্গি ইহুদি ধর্মে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে কোন সংস্কৃতি তা অস্বীকার করেনি।

অনেকের মতে, ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি, খত্নার স্বাস্থ্যকর উপযোগিতা এই সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল।

কিন্তু এর আবির্ভাব স্বাস্থ্য উপকারিতার কথা ভেবে হয়েছে নাকি এটি ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

কিন্তু এটি অনস্বীকার্য যে খতনার সাথে স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতার একটি সংযোগ রয়েছে, বলেছেন ইহুদি ধর্মযাজক বা র‍্যাবাই ড্যানিয়েল ডলিনস্কি।

প্রাচীনকালে, সুমেরিয়ান এবং সেমিটিসরাও পুরুষদের খত্না করত। সুমেরিয়ানরা মূলত দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া সভ্যতা বা প্রাচীন ব্যাবিলনের জনগোষ্ঠী ছিলেন। অন্যদিকে ইহুদি ও আরবদের মধ্যে যারা সেমিটিক ভাষায় কথা বলতেন তাদের সেমিটিস বলা হতো।

এরও অনেক কাল আগে এবং আরব থেকে অনেক দূরে ভিন্ন সংস্কৃতিতেও খতনা প্রচলন ছিল। মায়ান এবং অ্যাজটেক সভ্যতায় এর অনুশীলন ছিল বলে জানা গিয়েছে। ইউএনএইডসএর ২০০৭ সালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এমন তথ্য পাওয়া যায়।

মায়া সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল দক্ষিণ এবং উত্তরমধ্য মেক্সিকোতে অন্তত ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এবং অ্যাজটেক হল মধ্য মেক্সিকোয় গড়ে ওঠা সভ্যতা। যার সময় কাল ছিল ১৪শ থেকে ১৬শ শতকে।

যদিও খতনা সব জায়গায় সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয়নি। বিশেষ করে হেলেনিস্টিক যুগে। ওই যুগে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গ্রীক সংস্কৃতির শক্তিশালী প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাচীন গ্রীকরা তাদের দেহ সুঠাম রাখতে ব্যায়াম করত এবং পুরুষের নগ্নতাকে তারা উপাসনা করত। পুরুষদের যৌনাঙ্গে সামনের চামড়া ছিল তাদের সৌন্দর্যের প্রতীক। এজন্য খতনাকে তারা ভালোভাবে নেয়নি। লম্বা যৌনাঙ্গ এবং যৌনাঙ্গের আগায় বেশি পরিমাণে পাতলা চামড়া থাকাকে তারা সাংস্কৃতিক পরিচয়, নৈতিকতা, সৌষ্ঠব, মহত্ত্ব, সৌন্দর্য এবং সুস্বাস্থ্যের প্রতিফলন হিসেবে দেখত।

আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য হিস্ট্রি অফ মেডিসিন এবং জনস হপকিন্স ইন্সটিটিউট ফর দ্য হিস্ট্রি অফ মেডিসিনের বুলেটিন অফ মেডিসিনে ২০০১ সালের একটি নিবন্ধে ফ্রেডরিক এম. হজেস এসব তথ্য জানান।

এদিকে খতনা করা হয়নি এমন কারও যৌনাঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া যদি ছোট হয় এবং সেটা দিয়ে যদি পুরো অগ্রভাগ ঢেকে রাখা না যায় তাহলে সেই যৌনাঙ্গ ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত হত।

হেলেনিস্টিক যুগে ইহুদি জনগোষ্ঠীর মধ্যে খতনার প্রথা টিকিয়ে রাখা বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ ইহুদিদের ওপর সে সময় হেলেনিস্টিক সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছিল এবং তারা সেই প্রভাবশালী সংস্কৃতির সাথে মিশে যেতে চেয়েছিল, কানাডার ম্যাকমাস্টার ডিভিনিটি কলেজের নিউ টেস্টামেন্টের অধ্যাপক সিনথিয়া লং ওয়েস্টফল তার ‘পল অ্যান্ড জেন্ডার’ বইতে এ কথা বলেন। সেই সাথে এমন আরও অনেক সময়েই খতনা করা অবৈধ ছিল। হেলেনিস্টিক যুগের রাজা অ্যান্টিওকাস এপিফেনেস তৎকালীন জুডিয়ার (জেরুজালেম) বাসিন্দাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তারা তাদের ছেলেদের আর খতনা না করায়। ফলস্বরূপ, কিছু ইহুদি পুরুষ তাদের খতনা গোপন করার চেষ্টা করেছিল, সিনথিয়া লং ওয়েস্টফল তার বইয়ে উল্লেখ করেন।

ইহুদি ধর্ম কাউকে তার ধর্মে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করে না। কিন্তু যিশু তাঁর অনুসারীদের যতটা সম্ভব তার বাণী সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে বলেছেন। টারসাসের পল, যিনি সম্ভবত তার কৈশোরে বা প্রারম্ভিক যৌবনে জেরুজালেমে এসেছিলেন, তিনি শৈশবে গ্রীকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। যিশু ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পরে তিনি প্রধান ধর্ম প্রচারক হয়ে পড়েন। তিনি সে সময় ইসরায়েল, লেবানন, সিরিয়া, তুরস্ক, গ্রীস এবং মিশর ভ্রমণ করেছেন, যে অঞ্চলগুলো আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের সাম্রাজ্যের অংশ ছিল।

প্রধানত যাদেরকে তারা ‘বিধর্মী’ অর্থাৎ অ ইহুদি বলে অভিহিত করতেন তাদের মধ্যে যিশুর বার্তা ছড়িয়ে দিতে কাজ করেছিলেন তিনি। বিধর্মীরা খতনাকে বা যৌনাঙ্গের অঙ্গচ্ছেদকে নির্বাসনের সাথে তুলনা করতো। এমনটাই জানিয়েছেন লং ওয়েস্টফল। অতএব, গ্রেকো রোমান বিশ্বে খতনাকে কলঙ্কিত ভাবা হতো এবং এটি একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য খুবই বেদনাদায়ক প্রক্রিয়া ছিল। পল ধর্ম প্রচারের সময় তাদের বলেছিলেন যে তাদের খতনা করা উচিত নয়। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে ঈশ্বরের কৃপা পাওয়ার একমাত্র উপায় হল বিশ্বাস। এই নিয়মটি আমি সমস্ত গির্জায় প্রতিষ্ঠা করেছি। ইতোমধ্যেই যারা খতনা করেছেন তাদেরকে কী বলা হয়েছে? তাদেরকে বলা হয়েছে তারা যেন তাদের খতনা করার কথা গোপন না করে।

কেউ খতনা না করলে তাকে কী বলা হয়েছে? তাকে বলা হয়েছে তার খতনা করানো উচিত হবে না। খতনা করা হোক বা না হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ঈশ্বরের আদেশগুলো মেনে চলা ‑ গ্রীসের করিন্থ শহরের বাসিন্দাদের কাছে তার প্রথম চিঠিতে পল এসব কথা লিখেন।

পল টারসাসের একজন ইহুদি অনুসারী ছিলেন। তিনি ছিলেন রোমান নাগরিক এবং তার মধ্যে গ্রিক সংস্কৃতির প্রভাব ছিল। তিনি খুব সংস্কৃতিবান ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি হিব্রু, গ্রিক এবং রোমান সংস্কৃতির সাথে কাজ করেছিলেন। তিনি তাদের ভাষা বুঝতেন, বলেন মিগুয়েল পাস্তোরিনো।

ক্রাইস্ট (যিশুখ্রিস্ট) আমাদেরকে আইনের অভিশাপ থেকে রক্ষা করেছেন, গ্যালাতিন শহরের বাসিন্দাদের কাছে লেখা চিঠিতে মোজেসের আইনের কথা উল্লেখ করে পল। সেখানে খতনার কথা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কিন্তু তার এই অবস্থান অন্যান্য ধর্ম প্রচারকরা গ্রহণ করেননি। বাইবেলে অন্তর্ভুক্ত টাইটাসের চিঠিতে পল এই বিবাদের কথা উল্লেখ করেছিলেন। খত্নার পক্ষে থাকা অনেক 'বিদ্রোহী, ভণ্ড এবং প্রতারকদের' মুখ বন্ধ করার কথাও তিনি চিঠিতে বলেছিলেন।

তিনি অ্যান্টিওখ শহরে পিটারের সাথে একদিন যে যুদ্ধ করেছিলেন সেই কথাও গ্যালাতিয়ানদের লেখা চিঠিতে মনে করিয়ে দেন। অ্যান্টিওখ হল তুরস্কের একটি শহর যেখানে যিশুর অনুসারীদের একটি বিশাল সম্প্রদায় তৈরি হয়েছিল।

তাদের সংস্করণ অনুসারে পিটার বিধর্মীদের সাথে খেতেন কিন্তু ধর্ম প্রচারক জেমসের একদল প্রতিনিধি অ্যান্টিওখ শহরে এলে পিটার ‘খতনা সমর্থন করার ভয়ে’ বিধর্মীদের থেকে আলাদা হতে শুরু করেন।

আমি তাকে তার নিন্দনীয় আচরণের জন্য দায়ী করেছি, পল গ্যালাতিয়ানদের বলেছিলেন।

আমি সবার সামনে পিটারকে বলেছি ‑ ‘আপনি ইহুদি হওয়া সত্ত্বেও যদি ইহুদিদের মতো জীবনযাপন না করেন, তাহলে কেন আপনি বিধর্মীদের ইহুদি ধর্ম পালনে বাধ্য করছেন?’

সমঝোতার মুহূর্ত

নিউ টেস্টামেন্ট বা বাইবেলে দ্বিতীয় সংস্করণ অনুসারে মোজেসের (ইসলামে মুসা নবী) আইন ও ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত কিছু ইহুদি খ্রিস্টান অ্যান্টিওখ শহরে ভ্রমণ করেছিলেন। তখন সেই আদিম খ্রিস্ট ধর্মানুসারীরা বিধর্মীদের বলেছিলেন যে তারা খতনা না করালে পরিত্রাণ পাবে না।

এই কারণেই পল জেরুজালেমে ফিরে আসেন এবং বিবাদ মীমাংসার জন্য ধর্ম প্রচারকদের নিয়ে একটি সভা ডাকেন। এটি ছিল জেরুজালেমের তথাকথিত কাউন্সিল। সেখানে পল ব্যাখ্যা করেন, জুডিয়া বা জেরুজালেমের বাইরেও বিপুল সংখ্যক মানুষকে তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসের দিকে টানতে পেরেছেন এবং তার এই লক্ষ্য অব্যাহত থাকবে।

যারা মূলত খত্নার বিরুদ্ধে ছিলেন কিন্তু পরে একে সমর্থন করেছেন তাদের মধ্যে একজন হলেন ধর্ম প্রচারক জেমস।

তিনি বলেছিলেন, আমাদের অবশ্যই বিধর্মীদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পথে বাধা দেওয়া বন্ধ করতে হবে। এই দলে পিটারও ছিলেন। তিনি বলেন, কেন তারা ওই মানুষদের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে ঈশ্বরকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে? এই ভার আমি বা আমাদের পূর্বপুরুষরা বহন করতে পারেনি? এটা হতে পারে না। ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে এই বিবাদ একটি চুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়। পল বহুঈশ্বর পূজারীদের মধ্যে তার ধর্ম প্রচারের সাথে যুক্ত থাকেন। অন্যদিকে পিটার এবং জেমস ইহুদিদের সেবায় নিয়োজিত হন। এমনটাই ব্যাখ্যা করেছেন পাস্তরিনো। বাইবেলের বিবরণ অনুসারে ধর্ম প্রচারকরা তারপর অ্যান্টিওখ, সিরিয়া এবং সিলিসিয়ার বিধর্মীদের কাছে একটি চিঠি পাঠান।

যেখানে বিধর্মীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, প্রযোজন ছাড়া তারা তাদের ওপর কোন বোঝা চাপিয়ে দেবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে মূর্তিপূজার নামে কোন পশুকে শ্বাসরোধ করে বা জবাই করে রক্তমাংস বলি দেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় সেই সাথে অনৈতিক যৌন সম্পর্ক থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়।

চিঠিটি যখন এন্টিওখে পৌঁছায়, তখন বিশ্বাসীরা তা পড়ে উৎসব করেছিলেন তাদেরকে খতনা করতে হবে না এই খুশিতে। পল বিধর্মীদের জন্য একজন সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ন ছিলেন এবং বাইবেলের বাণী প্রসার করতে গিয়ে তিনি বড় ধরণের বাধা দূর করেছিলেন, লং ওয়েস্টফল বলেছেন।

সময়ের সাথে সাথে, ইহুদিদের মধ্যেও যে কট্টর মনোভাব ছিল সেটাও বিলীন হয়ে যায়।

খতনা করা খ্রিস্টান অনুসারী

মোজাইয়েক আইন (মোজেস প্রবর্তিত আইন) খ্রিস্টানদের গির্জা বিলুপ্ত ঘোষণা করলেও আফ্রিকার একটি অংশে খতনাকে ধর্মীয় আচার হিসাবে পালন করা হতো। মিশরের কপ্টিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়, ইথিওপিয়ার অর্থোডক্স খ্রিস্টান এবং কেনিয়ার নোমিয়া গির্জায় এই প্রথা চালু ছিল। ধর্মীয় কারণে না হলেও বিশ্বে খ্রিস্টান অধ্যুষিত পাঁচটি দেশে বেশিরভাগ পুরুষদের খত্না করা হতো। তার মধ্যে একটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

১৮৭০ সালে চিকিৎসক লুইস সায়ার নির্দিষ্ট কিছু রোগ প্রতিরোধ বা নিরাময়ের জন্য খত্না চালু রাখার কথা বলেন। মি. সায়ার ছিলেন আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

এনিয়ে তার বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা এবং খত্নার বিষয়ে প্রচার প্রচারণা প্রায় সমস্ত নবজাতকের জন্য খত্নাকে সর্বজনীন করে তুলেছিল, আল সালেম বলেন।

পরবর্তীতে কানাডা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডেও খত্না প্রথা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে বৈজ্ঞানিক বিতর্ক শুরু হয়।

পুরুষদের যৌনাঙ্গের সামনের চামড়া অপসারণের ঝুঁকি এবং সুবিধার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ভিন্নতা থাকায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোথাও নবজাতকদের প্রতিরোধের জন্য এই খতনা অব্যাহত থাকেনি।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের খ্রিস্টানদের মধ্যে খতনা প্রথা অল্পস্বল্প চালু রয়েছে।

টুকরো খবর

পেছন থেকে স্কুল বাসের ধাক্কায় স্কুটি চালকের মৃত্যু

শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি থেকে বাগডোগরা যাওয়ার পথে শিব মন্দির এলাকায় উড়ালপুলের ওপর একটি স্কুল বাসকে পেছন থেকে সজরে ধাক্কা মারে একটি স্কুটি। এতে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় স্কুটি চালকের। জানা গিয়েছে মৃত ওই স্কুটি চালকের নাম সুব্রত আইচ। সে শ্রী কলোনির বাসিন্দা। ঘটনার খবর পেয়ে বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সমস্ত ঘটনা তদন্ত শুরু করেন

যাদবপুরের মৃত পড়ুয়ার নাবাঙ্কিত হাসপাতাল ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নদিয়া : যাদবপুরের মৃত পড়ুয়ার নামাঙ্কিত হাসপাতাল হতে চলেছে নদিয়ায়। বগুলা রুরাল হাসপাতালের পরিবর্তে স্বপ্নদ্বীপ রুরাল হাসপাতালের নাম ঘোষণা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে যান স্বপ্নদ্বীপের মা এবং বাবা। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তারা। মৃত পড়ুয়ার মাবাবাকে আশ্বস্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। দোষীরা উপযুক্ত শাস্তি পাবেন বলেও আশ্বাস দেন। একই সাথে বগুলা গ্রামীণ হাসপাতালের নাম পরিবর্তে মৃত পড়ুয়ার নামে স্বপ্নদ্বীপ রুরাল হাসপাতাল নাম ঘোষণা করেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।

স্কুলের ৫ তলার ছাদ থেকে পড়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রের রহস্য মৃত্যু

কসবা : কসবার স্কুলের ৫ তলার ছাদ থেকে পড়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রের রহস্য মৃত্যু হয়। প্রাথমিকভাবে যেটা জানা গিয়েছিল, প্রজেক্ট জমা দিতে না পারায় তাকে মানসিক চাপ দেওয়া হয়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল দুপুর দুটো নাগাদ কসবা থানার অন্তর্গত রথতলার সিলভার পয়েন্ট হাই স্কুলে। পুলিশ সূত্রের খবর, ছাত্রের নাম শেখ শান। কসবার এক বেসরকারি স্কুলের দশম শ্রেণির পড়ুয়া ছিল সে। এই ঘটনায় কসবার সেই স্কুলে এলেন শিশু সুরক্ষা অধিকার রক্ষা কমিটির সদস্যরা। শিক্ষক দিবসের জন্য ১০০ টাকা জমা দিয়েছিল স্কুলে মৃত পড়ুয়া তবে শিক্ষক দিবসের আগেই শিক্ষকরা তাকে মেরে ফেললো এমনটাই বাড়ির লোকের বক্তব্য। পাশাপাশি দ্বারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ চাইছে।

দরজা ভেঙে দোতলার ঘর থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করলো হরিদেবপুর থানার পুলিশ

হরিদেবপুর : হরিদেবপুর থানা এলাকার ৭১ ৭ ভুবন মোহন রায় রোডে,একটি বাড়ির দরজা ভেঙে দোতলার ঘর থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করলো হরিদেবপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ওই ব্যক্তির নাম রিতেন ঘোষ (৪৭) তিনি বাড়িতে একাই থাকতেন তার বাবামা দুজনেই মারা গেছেন এবং তিনি অবিবাহিত ছিলেন। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল প্রতিবেশীরা না দেখতে পেয়ে ডাকাডাকি করে কোনরকম সারা শব্দ না পেয়ে, হরিদেবপুর থানায় খবর দেয় ইতিমধ্যেই তার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বেহালা বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কলকাতা থেকে লেকটাউনগামী একটি গাড়ি আন্ডার পাশের রাস্তায় ঢুকে পড়ে জলেতে তলিয়ে যায়

লেকটাউন : আজ ভোরের বৃষ্টিতেই জলমগ্ন পাতিপুকুর আন্ডারপাস, ভোরবেলা বৃষ্টির মধ্যে কলকাতা থেকে লেকটাউনগামী একটি গাড়ি ভুল করে আন্ডার পাশের রাস্তায় ঢুকে পড়ে তারপরেই জলেতে তলিয়ে যায়, কোনমতে ড্রাইভার এবং লোকজন বেরিয়ে আসতে সামর্থ হয়, এই ঘটনার পরেই লেকটাউন ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ আছে এবং ক্রেন দিয়ে গাড়িটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। উত্তর দমদম পৌরসভার পক্ষ থেকে পাম্প বসিয়ে জরুরী ভিত্তিতে জল বের করার কাজ চলছে। এর ফলে যশোর রোডে যান চলাচল ব্যাহত, সাথে ধীর গতি যান চলাচল।

নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল দুই ন্যাবালিকা

কোচবিহার : রায়ডাক নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল দুই নাবালিকা। তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের নাককাটি গাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বীপর পাড় এলাকার ঘটনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা। পরিবার সূত্রে খবর তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের বলরামপুর এলাকার ষষ্ঠ শ্রেণীর পড়ুয়া মৌসুমী খাতুন দ্বীপর পাড় এলাকায় আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে আসে সেখানে বেড়াতে এসে আজ ওই বাড়ির অপর আরেক নাবালিকা সাথে নদীতে স্নান করতে যায়। কিন্তু নদীতে স্নান করতে যাওয়ার কয়েক ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও যখন তারা বাড়ি ফিরছে না তখনই চিন্তিত হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে পরিবারের লোকজন। পরবর্তীতে জানতে পারেন নদীতে স্নান করতে নেমে তারা আর নদী থেকে ওঠেনি। দীর্ঘ প্রায় কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় সন্ধ্যার দিকে জিনিয়া পারভিন নামে এক নাবালিকার দেহ উদ্ধার হলেও বলরামপুর থেকে আসা অপর আর এক নাবালিকার দেহ এখনো করতে পারেনি পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা। তবে তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা। ঘটনা জানাজানি হতেই শোকের ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়।

তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় এখনো অধরা মূল অভিযুক্তরা

মালদা :তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় এখনো অধরা মূল অভিযুক্তরা। এই অভিযোগ তুলে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পে ঢুকে ভাঙচুরের চেষ্টা উত্তেজিত গ্রামবাসীর। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ।এরপর পুলিশ ক্যাম্পে গিয়ে ভাংচুরের চেষ্টা করে। প্রসঙ্গত গত মাসের ২৯ তারিখ জমি নিয়ে বিবাদের জেনে খুন হন সইদুর রহমান নামে এক তৃণমূল কর্মী।খুনের অভিযোগ ওঠে কংগ্রেস নেতা এমদাদুল হক সহ কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে পুলিশ তিন জনকে গ্রেফতার করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ মূল অভিযুক্ত এখনো অধরা। মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে এদিন রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভে সামিল হল এলাকার বাসিন্দারা। এরপরই উত্তেজনা ছড়ায়। মালদহের চাঁচল ২ নং ব্লকের জালাল পুর গ্রামে। এই দিন প্রথমে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা গ্রামের পুলিশ ক্যাম্পে চড়াও হন।পুলিশকে লক্ষ্য করে ঢিল পাটকেল ছোড়ার পর পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি জড়িয়ে পড়েন বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা।নিমেষের মধ্যে রণক্ষেত্রের চেহারা নেই।এরপর পুলিশ ক্যাম্প ছেড়ে গ্রামীণ সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধের সামিল হন গ্রামবাসী সহ মৃতের পরিবার। সড়কের মূল প্রবেশ পথে বেঞ্চ পেতে ও হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন উত্তপ্ত জনতা। শিক্ষক তথা তৃণমূল নেতা খুনে তদন্তে গড়িমসি ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে বিক্ষোভ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চাঁচল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী, নামানো হয় রাফ।মৃতের পরিবার সহ গ্রামবাসীদের অভিযোগ,শিক্ষক তথা তৃণমূল কর্মী শহীদুর রহমানের খুনের ঘটনায় এক সপ্তাহ পেরিয়েছে, কিন্তু পুলিশ এখনও ঘটনার সঠিক তদন্ত করতে ব্যর্থ। পুলিশ এই ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে এখনোও গ্রেপ্তার করেনি। যে সকল কে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তারা মূল অভিযুক্ত নয়। পুলিশ মূল অভিযুক্তদের আশ্রয় দিচ্ছে, তদন্তে গরিমশি করছে। তাই আমরা সকল গ্রামবাসীরা পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। আমরা চাই এই ঘটনার সঠিক তদন্ত হোক এবং মূল দোষীদের গ্রেপ্তার করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা ঘোষনা করা হোক। এই দিনের এই পথ অবরোধে মৃতের পরিবার গ্রামবাসী ছাড়াও সামিল হন মৃত শহিদুর রহমানের স্কুলের পড়ুয়ারা। কারণ, আজ শিক্ষক দিবস।বিভিন্ন জায়গায় ছাত্ররা শিক্ষকদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন।কিন্তু তাদের শিক্ষক তো কিছুদিন আগেই খুন হয়ে গেছেন।তাই আজকের দিনে শিক্ষকের সকল খুনিদের গ্রেপ্তার এবং শাস্তির দাবিতে পথে নেমে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের। তৃণমূল কর্মীর খুনের ঘটনায় অধরা মুল অভিযুক্তরা, পুলিশি গড়িমসির অভিযোগ সামনে আসতেই শুরু হয়েছে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। জেলা কংগ্রেসের কার্যকরি সভাপতি কালি সাধন রায় বলেন,জালালপুরের ঘটনা শাসক দলের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। ওই এলাকা থেকে তৃণমুলের পাইয়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। ওখানে আমাদের মেম্বাররা যাতে স্থায়ী সমিতি গঠন করতে অংশ নিতে না পারের তার চেষ্টা করছে। গ্রামসীদের প্রভাবিত করে আন্দোলন করিয়ে চক্রান্ত করছে।আমরাও এটা রাজনৈতিক ভাবে লড়াই করবো। মালদা জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলেন,মূল অভিযুক্তরা এখনো অধরা তাই গ্রামবাসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে এতে কোন রাজনৈতিক রঙ নেই।

শিলিগুড়িতে লক্ষাধিক টাকার গাঁজা সহ গ্রেফতার কোচবিহারের এক মহিলা

শিলিগুড়ি : ফের একবার পাচারের আগেই গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ঘটনায় একজন মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম সোনামনি দাস। আজ ধৃতকে আদালতে পেশ করা হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযানে নামে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ভক্তিনগর থানা সংলগ্ন এলাকায় সাদা পোশাকের তরফে চলা বিশেষ অভিযানে সোনামনি দাস নামে এক মহিলাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর তল্লাশি চালাতেই তার হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় আনুমানিক ১৮ কেজি ১০০ গ্রাম গাঁজ। এরপরই ওই মহিলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ধৃত ওই মহিলা কোচবিহার জেলার বাসিন্দা।

পথ দুর্ঘটনায় কোচবিহারের বিশেষ কচ্ছপ মোহনের মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা

কোচবিহার : পথ দুর্ঘটনায় মোহনের মৃত্যুকে ঘিরে আন্দোলনে নামলেন গ্রামবাসীরা। রাতে বানেশ্বর এলাকায় মোমবাতি মিছিল করে প্রতিবাদ জানানো হয় এই ঘটনার। সোমবার রাতে কোচবিহার আলিপুরদুয়ার রোডে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একটি মোহনের। মঙ্গলবার রাতে এই ঘটনায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ বারংবার পথ দুর্ঘটনায় বেঘরে প্রাণ হারাচ্ছে এই মোহনরা। কোচবিহারের বাণেশ্বর এলাকায় শিবদিঘি সহ একাধিক জলাশয়ে অসংখ্য মোহন আছে। যারা রাতে এক জলাশয় থেকে অন্য জলাশয়ে যাতায়াত করে। রাস্তা পারাপারের সময় পরপর মোহনদের মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
জাতীয় খবর
বাংলা দৈনিক
রাঁচি
শুক্রবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
15:09:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

আওয়ামী লীগের জন্য ডিসিওসিদের ভোট চাওয়া নিয়ে যত বিতর্ক

ঢাকা : ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারকে পুনরায় নির্বাচিত করতে জনগণকে ভোট দেয়ার আহবান জানিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনায় এসেছেন বাংলাদেশের জামালপুরের জেলা প্রশাসক মো. ইমরান আহমেদ। মি. আহমেদের এ বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, 'একজন ডিসি এমন বক্তব্য দিতে পারেন না'। ওদিকে নির্বাচন কমিশন মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে চিঠি দিয়ে মি. আহমেদকে প্রত্যাহার করে সামনে নির্বাচনের কোন দায়িত্ব না দেয়ার জন্য বলেছে। পাশাপাশি কমিশন ওই চিঠিতে বলেছে জেলা প্রশাসকদের এ ধরণের আচরণ থেকে বিরত থাকতে সতর্কবার্তা দেয়া প্রয়োজন। জেলা প্রশাসকের বক্তব্যটি খতিয়ে দেখে সত্যতা পেলে প্রতিমন্ত্রী ব্যবস্থা নেয়ার কথা বললেও বৃহবার দুপুর পর্যন্ত এ বিষয়ে আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, সরকারের 'উচ্চ মহলে' বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সেখান থেকে নির্দেশনা পেলেই এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকারি কর্মকর্তাদের এ ধরণের বক্তব্য একেবারেই নতুন কিছু নয়। গত ১৫ই অগাস্ট জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ মডেল থানার ওসি শ্যামল চন্দ্র ধর আওয়ামী লীগকে 'নিজের দল' উল্লেখ করে আগামী নির্বাচনে দলকে জেতাতে কাজ করতে আহবান জানিয়ে আলোচনায় এসেছিলেন।

স্কুলে নিয়োগ অনিশ্চিত, ফের টেট ডিসেম্বরে

কলকাতা (এজেন্সী) : স্কুলে নিয়োগের অপেক্ষায় লাখ লাখ চাকরিপ্রার্থী। এরই মধ্যে ফের পরীক্ষা নিতে চলেছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। কিন্তু, নিযোগে হবে কবে?

পশ্চিমবঙ্গে স্কুলের বিভিন্ন স্তরে নিযোগে নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এই সংক্রান্ত একগুচ্ছ মামলা আদালতে বিচারাধীন। এর ফলে নিযোগে প্রক্রিয়ায় জটিলতা তৈরি হয়েছে। নিযোগে আটকে থাকলেও পর্ষদ ফের পরীক্ষার ঘোষণা করেছে।

বুধবার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল ঘোষণা করেছেন, আগামী ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ সালের শিক্ষক নিযোগে সংক্রান্ত পরীক্ষা বা টেট নেয়া হবে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হবে। বিএড প্রশিক্ষণ যাদের রয়েছে, তারা ছাড়া অন্যান্য প্রার্থীরা তিন সপ্তাহ সময় পাবেন আবেদনের জন্য।

প্রাথমিক স্তরের জন্য ২০২২ সালে টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট বা টেট নেয়া হয়েছিল। ছয় লক্ষের বেশি পরীক্ষার্থী টেট দিয়েছিলেন। পরীক্ষায় পাশ করেছেন দেড় লক্ষের বেশি পরীক্ষার্থী। কিন্তু, তারা এখনো নিযোগে পাননি। ফলে উত্তীর্ণ ও যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এতো পরীক্ষার্থী অপেক্ষায় থাকা সত্ত্বেও ফের কেন পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে?

পর্ষদ সভাপতি বলেন, ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন বা এনসিটিই'র গাইডলাইন রয়েছে এ ব্যাপারে। এছাড়া সুপ্রিম কোর্টও নির্দেশ দিয়েছে। তাই প্রত্যেক বছর টেট নিতে হবে। পরীক্ষা নেয়া ও নিযোগে সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।

এই যুক্তি খারিজ করে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হান্ডা বলেন, এর আগে প্রতি বছর পরীক্ষা তো নেয়া হয়নি। ২০১৪ ও ২০১৭ সালে পরীক্ষা হয়েছে। তারপর ২০২১ সালে। এখন নিজেদের সুবিধা মতো যুক্তি সাজাতে চাইছে পর্ষদ। তা হলে আগে কেন নির্দেশ মানা হয়নি?

২০১৭ সালের পর গত বছর প্রথম পরীক্ষা নেয়া হয়। শুরু হয়ে গিয়েছিল ইন্টারভিউয়ের প্রক্রিয়াও। ১১ হাজার শূন্যপদে নিযোগের কথা ছিল। কিন্তু তাতে স্থগিতাদেশ দেয় শীর্ষ আদালত। ২০২০-২২ সালে ডিএলএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরাএই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ হওয়ার আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন। হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছেন মামলাকারীরা।

স্কুলে নিযোগের দাবিতে ইতিমধ্যেই মেধাতালিকায় থাকা প্রার্থীরা দীর্ঘদিন আন্দোলন করছেন। একটানা চলছে ধরনা অবস্থান। কখনো হচ্ছে মিছিল, বিক্ষোভ। কিন্তু নিযোগের কাজ থমকে আছে।

গৌতম পাল বলেন, রাজ্য সরকার দ্রুত নিযোগে করতে চায়। কিন্তু, আইনি জটিলতার জন্য সেটা সম্ভব হচ্ছে না। সুপ্রিম কোর্টের সবুজ সঙ্কেত পেলেই নিযোগে প্রক্রিয়া শুরু হবে।

আনন্দ হান্ডার পাল্টা বক্তব্য, ২০২১ ও ২০২২ সালের পরীক্ষা নিয়ে কোনো মামলা নেই। তা হলে এই তালিকা থেকে শিক্ষকদের নিযোগে করা হচ্ছে না কেন? এক লক্ষ ৯০ হাজার শিক্ষকের পদ খালি। তাই নিযোগে না করে শুধু পরীক্ষা নিলে সেটা প্রার্থীদের কাছে কাকস্য পরিবেদনা হয়ে উঠবে।

শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের রাজ্য সম্পাদক কিংকর অধিকারী বলেন, সামনে বছর নির্বাচন। শুধু ভোটের রাজনীতির জন্য পরীক্ষা নিলে হবে না। নিযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে প্রতি বছর পাশ করা প্রার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকবে।

দীর্ঘদিন নিযোগে না হওয়ায় স্কুলে বিভিন্ন স্তরে হাজার হাজার শিক্ষকের পদ খালি। এতে পঠনপাঠনের সমস্যা হচ্ছে। এই সমস্যার আশু সমাধানে সরকার পোষিত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির জন্য শিক্ষক বিনিময় পদ্ধতি চালু করতে চাইছে শিক্ষা দপ্তর।

এই পদ্ধতিতে কয়েকটি স্কুল নিয়ে একটি ক্লাসটার তৈরি করা হবে। এটাকে বলা হচ্ছে 'শিক্ষা হাব'। ১০টি স্কুলকে নিয়ে গঠিত হাব'এ একটি প্রধান স্কুল থাকবে, যেটির পরিকাঠামো সবচেয়ে উন্নত। বাকি নয়টি স্কুলের শিক্ষকের অভাব যথাসম্ভব পূরণ করবে ওই প্রধান স্কুল। একইভাবে বিষয় ভেদে এই দশটি স্কুলের মধ্যে শিক্ষকরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ক্লাস নেবেন।

একটি স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক অন্য স্কুলে গিয়ে জীবন বিজ্ঞান বা পদার্থ বিজ্ঞানের ক্লাস করাবেন। আবার যে স্কুলে ভূগোল বা ইংরেজির শিক্ষক নেই, সেখানে আসবেন অন্য স্কুলের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকরা। এতে পঠনপাঠনের চলতি সমস্যা দূর করার সঙ্গে সঙ্গে সময়মতো সিলেবাস শেষ করা যাবে বলে মনে করছে শিক্ষা দপ্তর।

তবে এই পদ্ধতিতে কোনো সমাধান হবে বলে মনে করছেন না শিক্ষকদের একাংশ। প্রধান শিক্ষকদের সংগঠন অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস'এর রাজ্য সম্পাদক চন্দন মাইতির বক্তব্য, ''এতে স্কুলগুলির সমস্যার সাময়িক সমাধান হতে পারে। কিন্তু যে সব স্কুলে শিক্ষকের অভাব, সেখানে সঙ্কটের স্থায়ী সমাধান হবে নিয়োগের মাধ্যমে।

কিংকর অধিকারীর বক্তব্য, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এটা হয়ে থাকে। কিন্তু স্কুল শিক্ষায় এই ব্যবস্থা কাম্য নয়। সরকারি স্কুলকে শিক্ষক শূন্য করে রাখার চেষ্টা চলছে। এতে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার উপর মানুষের বাকি আস্থাটুকুও চলে যাবে। শিক্ষার বেসরকারিকরণের আরো সুবিধা হবে।

পুতিনের 'সব সিদ্ধান্তে' 'নিঃশর্ত সমর্থন' দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন উত্তর কোরিয়ার নেতা

ভোস্তচনি (এজেন্সী) : প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বুধবার উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে রাশিয়ার সবচেয়ে উন্নত স্পেসপোর্টে বৈঠক করেছেন। ওদিকে যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়া ঐ দুই দেশের মধ্যে সম্ভাব্য অস্ত্র লেনদেনের ব্যাপারে হুশিয়ারি দিয়েছে।

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করে কিম পুতিনের সমস্ত সিদ্ধান্তের প্রতি তার পূর্ণ এবং নিঃশর্ত সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। চীনের সীমান্তের কাছে রাশিয়ার সুদূর পূর্বের আমুর অঞ্চলে ভস্তোচনি কসমোড্রোমে দুই নেতার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পশ্চিমা কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য উত্তর কোরিয়ার আর্টিলারি শেল পাওয়ার আশা করছে। অন্যদিকে পিয়ংইয়ং তার স্যাটেলাইট ও পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিনগুলির জন্য অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাতে জানা যায়, স্পেসপোর্ট পরিদর্শনকালীন সংবাদ প্রতিবেদকেরা জিজ্ঞাসা করেন, রাশিয়া উত্তর কোরিয়াকে স্যাটেলাইট তৈরিতে সহায়তা করবে কিনা। উত্তরে পুতিন বলেন, এ কারণেই আমরা এখানে এসেছি। উত্তর কোরিয়ার নেতার রকেট প্রকৌশলে প্রচুর আগ্রহ তারা মহাকাশেও উন্নয়নের চেষ্টা করছে। বুধবার কিম যখন রাশিয়া সফর করেন, তখন উত্তর কোরিয়া তার পূর্ব উপকূলে সমুদ্রে দুটি স্বল্প পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্রগুলো পিয়ংইয়ংয়ের নিকট থেকে ছোঁড়া হয় এবং তা প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে।

বৈঠকের আগে দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মকর্তারা জানান, তারা গত চার বছরের মধ্যে কিম ও পুতিনের মধ্যে প্রথম বৈঠক নিবিড়ভাবে

উন্নত প্রযুক্তি এবং মস্কোর কাছ থেকে খাদ্য সহায়তা চায় বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পুতিন কিমকে বলেন, আমাদের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও মানবিক ইস্যুর পাশাপাশি এ পর্যবেক্ষণ করছেন। এদিকে ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে এমন অস্ত্র রাশিয়াকে সরবরাহ না করতে উত্তর কোরিয়াকে নতুন করে সতর্ক করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া।

লিবিয়ায় বন্যায় ৫ হাজারের বেশি মানুষের প্রাণহানির আশংকা

লিবিয়া (এজেন্সী) : আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) বুধবার জানিয়েছে, লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যায় ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। জাতিসংঘের সংস্থা জানিয়েছে, বাস্তুচ্যুতদের মধ্যে অন্তত ৩০ হাজার মানুষ ডের্না শহরের এবং বাকি হাজার হাজার মানুষ বেনগাজিসহ অন্যান্য এলাকার বাসিন্দা। ৫,০০০ এর বেশি লোক মারা গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। কিছু কর্মকর্তা বলছেন, এ সংখ্যা দ্বিগুণ হতে পারে। যদিও প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারগুলি এক দশক ধরে দেশটিতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিযোগিতা করছে, এমতাবস্থায় সেখানে এর সঠিক পরিসংখ্যান নিশ্চিত করা কঠিন। লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলের বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী হিচেম আবু চকিউয়াত রয়টার্সকে বলেন, ডের্নায় ৫ হাজার ৩০০'র বেশি মরদেহ গণনা করা হয়েছে। ভূমধ্যসাগরীয় ঝড় ড্যানিয়েলের কারণে ভারী বৃষ্টিপাত এবং দুটি বাঁধ ভেঙে পড়ার পরে শহরটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডের্নার একজন মেডিকেল শিক্ষার্থী ফাতমা বালহা ভয়েস অফ আমেরিকা আফ্রিকার হাসুনা বাইশুকে বলেন, ডেরনা কেন্দ্রের বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ বুধবার বলেছে, ডের্নার পরিস্থিতি খুবই খারাপ এবং সেখানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রযোজন। আইএফআরসির মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা কার্যালয়ের যোগাযোগ বিভাগের প্রধান মে আল সায়েগ এক ব্রিফিংয়ে বলেন, ডের্নায় বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম নেই। শহরের একমাত্র হাসপাতালটি আর রোগী নিতে সক্ষম না। হাসুনা বাইশু এবং জেমস বাটি এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন। এপি এবং রয়টার্স থেকে কিছু তথ্য নেয়া হয়েছে।

রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে সহযোগিতা নিয়ে ধোঁয়াশা

মাস্কো (এজেন্সী) : কিম জং উন ও ভ্লাদিমির পুটিনের শীর্ষ সম্মেলনে উষ্ণতা ও আন্তরিকতার মোড়কে সামরিক সহযোগিতা সম্পর্কে ঠিক কতটা বোঝাপড়া হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। এশিয়া মহাদেশে এ বিষয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে।

ইউক্রেন যুদ্ধ রাশিয়াকে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। উত্তর কোরিয়াও পরমাণু ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির কারণে বহুকাল একঘরে হয়ে রয়েছে। এমন অবস্থায় দুই দেশের শীর্ষ নেতার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়ছে। বিরল বিদেশ সফরে এসে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের প্রতি শর্তহীন সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি পুটিনকে উত্তর কোরিয়া সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। পুটিনও সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। তবে সফরের দিনক্ষণ এখনো স্থির হয়নি।

উত্তর কোরিয়ার নেতা রাশিয়ার সঙ্গে আগামী ১০০ বছরের জন্য স্থিতিশীল ও গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেছেন। রুশ প্রেসিডেন্টও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ইতিহাস ও ঐতিহ্য চালিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দুই নেতা 'সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সামরিক হুমকি, প্ররোচনা ও স্বৈরাচার'-এর মুখে কৌশলগত সহযোগিতা আরও নিবিড় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইউক্রেনের নাম না করলেও কিম বলেন, তিনি নিশ্চিত যে রাশিয়া তার শত্রুদের বিরুদ্ধে বড় জয়ের মুখ দেখবে। কিম পুটিনকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, তাঁর দেশ চিরকাল রাশিয়ার পাশে থাকবে।

কিম পুটিনের সঙ্গে রাশিয়ার এক মহাকাশযান উৎক্ষেপণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। বাহ্যিক আড়ম্বর ও উষ্ণ ব্যক্তিগত সম্পর্কের বাইরে দুই দেশের মধ্যে ঠিক কোন কোন বিষয়ে সহযোগিতা বাড়ছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। অস্ত্র সরবরাহ, অস্ত্র বাণিজ্য বা প্রযুক্তিগত সহায়তা সম্পর্কে প্রকাশ্যে কিছু জানানো হয় নি। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার অস্ত্র ও গোলাবারুদের বাড়তি চাহিদা মেটাতে পিয়ংইয়ং কতটা সহায়তা করতে রাজি হয়েছে, সে বিষয়ে ধোঁয়াসা থেকে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া সে বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। মস্কো ও পিয়ংইয়ং এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে। নতুন অস্ত্র সহযোগিতার ক্ষেত্রে মার্কিন প্রশাসন দুই দেশের উপর আরো নিষেধাজ্ঞা চাপানোর হুমকি দিয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউস মিলার বলেছেন, রাশিয়া এমন সব কর্মসূচির ক্ষেত্রে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলছে, যেগুলি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব লঙ্ঘন করতে পারে। এমন সম্ভাবনাকে তিনি 'উদ্বেগজনক' হিসেবে বর্ণনা করেন। জাপানও এমন আশঙ্কা জানিয়ে সতর্ক করে দিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার এক মন্ত্রী বলেন, রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে সম্ভবত গোপনে কোনো সামরিক বোঝাপড়া চলছে। বুধবার রুশ প্রেসিডেন্ট পুটিনও পরোক্ষভাবে এমন আভাস দিয়েছেন। কিম জং উনের সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার প্রায় গোটা সামরিক নেতৃত্ব রাশিয়ায় যাওয়ায় জল্পনাকল্পনা বাড়ছে।

রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে আরো নিবিড় সামরিক সহযোগিতা এশিয়া মহাদেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে বলে আশঙ্কা বাড়ছে। চীনও সেই জোটে থাকায় স্থিতিশীলতা বিপন্ন হতে পারে। সংবাদ সংস্থা এএফপি'কে এমন আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রাক্তন সংসদ সদস্য কিম জং দে। পুটিন উত্তর কোরিয়ার স্যাটেলাইট তৈরির ক্ষেত্রে সহায়তার অঙ্গীকার করায় সে দেশের সামরিক ক্ষমতা আরো বাড়তে পারে। উল্লেখ্য, উত্তর কোরিয়া ইতিমধ্যে দুদুটি গোয়েন্দা স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।